

## ষষ্ঠ অধ্যায়

## ▶▶ মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)



তেরো শতকের শুরুর দিকে তুর্কী বীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তিনি আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী ছিলেন। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামেই বেশি পরিচিত।

## শিখনফল

- মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা পূর্বের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
- মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলার বংশানুক্রমিক শাসন এবং তাঁদের রাজনৈতিক কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- বাংলায় আফগান শাসনামল ও শাসকগণের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারবে।
- বাংলায় বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস ও পরিচয় বর্ণনা করতে পারবে।
- মুঘল শাসনামলে বাংলায় সুবাদার ও নবাবদের শাসনকালের রাজনৈতিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে।



## অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

বাংলায় তুর্কী শাসনের ইতিহাস : বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি। এ পূর্বের প্রথম পর্যায় ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। এদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোগী খলজী মালিক। আবার কেউ কেউ তুর্কী বংশের শাসক। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন।

বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ - ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) : দিল্লির সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেননি। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরবক ছিলেন ‘ফখরা’ নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ‘ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ’ নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের।

রাজা গণেশ ও হাবসি শাসন : সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, বাংলার ইতিহাসের দুইশত বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলমান সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ। তথাপি, এ দুইশত বছরের মাঝামাঝি অল্প সময়ের জন্য কিছুটা বিরতি ছিল। প্রথম ১৪১৫-১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজা গণেশ এবং পরবর্তীতে ১৪৮৭-১৪৯৩ বাংলায় হাবসিরা শাসন করে। হাবসি সুলতান মুজাফফর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাবসি শাসনের অবসান ঘটে।

আফগান শাসন : ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান হলে একে একে বিদেশি শক্তিসমূহ গ্রাস করতে থাকে বাংলাকে। মুঘল সম্রাট বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুন হুসেনশাহী যুগের শেষদিক থেকেই

চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে মুঘল অধিকারে নিয়ে আসতে। কিন্তু, আফগানদের কারণে মুঘলদের এ উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সফল হয়নি।

বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস : বাংলার ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোল শতকের মধ্যবর্তীকাল হতে সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। আলোচ্য সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তারা ‘বার ভূঁইয়া’। সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রবার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ ‘বার ভূঁইয়া’ নামে পরিচিত।

মুঘল শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ) : সুবাদারি ও নবাবি-এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বার ভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। মুঘল প্রদেশগুলো ‘সুবা’ নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের শুরুর পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মুঘল আমলের এই যুগ ‘নবাবি আমল’ নামে পরিচিত। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নবাবি আমলের অবসান ঘটে এবং বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে যা বাংলায় আধুনিক যুগেরও সূচনা ঘটায়।



## বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



## ■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. গৌড়ের নাম ‘জাল্লাতাবাদ’ কে রাখেন?  
 ① শেরশাহ ② হুমায়ুন ③ জাহাজীর ④ আকবর
২. বার ভূঁইয়াদের দমনে সুবাদার ইসলাম খানের বিশেষ কৌশলের মধ্যে ছিল—  
 i. শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে তোলা  
 ii. রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর  
 iii. অশ্বারোহী বাহিনী গঠন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ③ i ও iii  
 ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হাজীরহাট অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নোমান সাহেব বেশ জনপ্রিয়। তার এলাকায় হিন্দু ও মুসলিম এ দুই সম্প্রদায়ের বসবাস। তিনি নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরকেও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। তার এ ধর্মীয় উদারতার ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়।

৩. মধ্যযুগের কোন সুলতানের শিবা নোমান সাহেবকে তার কাজে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ③ সিকান্দার শাহ  
 ④ গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ⑤ আলাউদ্দিন ফিরবজ শাহ

৪. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে—

- i. বাংলা সাহিত্য চর্চা নতুন গতি পায়  
 ii. অদূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় মেলে  
 iii. দবতার সাথে শাসন কার্য পরিচালিত হয়  
 নিচের কোনটি সঠিক?

- ④ i ⑤ i ও ii ● i ও iii ⑥ i, ii ও iii

## ■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন- ১ ▶▶

বখতিয়ার খলজি

টেলিভিশনে প্রাচীন রোমান যোদ্ধাদের যুদ্ধের ছবি দেখছিল সোহেল। সে দেখল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একটি দলের সেনাপতি তার যোদ্ধাদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। সেনাপতি এ সকল যোদ্ধাদের জঙ্গলপথে অতি সংগোপনে নিজেদের আড়াল করে বিপদ দলের প্রাসাদে আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ দখল করে নেয়।

- ক. রাজা গণেশ দিনাজপুরের কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?
- খ. ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগের মুসলমান বাংলার ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা হয় কেন?
- গ. উদ্দীপকে বিজয়ী সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের প্রতিফলন পাঠ্যবই এর কোন ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ব্যক্তি প্রথম জীবনে বিভিন্ন বেত্রে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য ও কর্মশক্তির সংমিশ্রণ তাকে সফলতা এনে দেয়? যুক্তি দাও।



### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. রাজা গণেশ দিনাজপুরের ভাতুলিয়া অঞ্চলের রাজা ছিলেন।
- খ. লখনৌতি ও বজাকে একত্রিত করে বৃহৎ বাংলার সৃষ্টি এবং শাহ-ই বাঙালি উপাধি গ্রহণ করার কারণে ইলিয়াস শাহকে মধ্যযুগের মুসলমান বাংলার ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা হয়। ইলিয়াস শাহ বাংলার মুসলমান সুলতানদের মধ্যে একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। লখনৌতির শাসক হিসেবে বজা অধিকার করলেও তিনি দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলা সৃষ্টি করেছিলেন।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেনাপতির যুদ্ধ কৌশল বখতিয়ার খলজির যুদ্ধ কৌশলকে ইঙ্গিত করে। বখতিয়ার তার ভাগ্য ফেরানোর প্রথম ভাগে অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বিহার জয় করেন। তিনি প্রচলিত পথে অগ্রসর না হয়ে অরণ্যময় অঞ্চলের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হওয়াতে বখতিয়ারের সৈন্যদল খন্ড খন্ডভাবে অগ্রসর হয়। উদ্দীপকেও রোমান সেনাপতি তার যোদ্ধাদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। এছাড়া রোমান সেনাদের জঙ্গল পথে অগ্রসর হওয়া ও প্রাসাদ দখল করাও বখতিয়ারের বাংলা বিজয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। শত্রুপর্বের দৃষ্টি এড়িয়ে বখতিয়ার খলজি যখন বাংলার শাসক লবণ সেনের দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন, তখন তার সজো ছিল মাত্র ১৭ কিংবা ১৮ জন অশ্বরোহী সৈনিক। কথিত আছে, তিনি এত বিপন্ন গতিতে পথ অতিক্রম করেছিলেন যে, মাত্র ১৭/১৮ জন সৈনিক তাকে অনুসরণ করতে পেরেছিল। আর মূল সেনাবাহিনীর বাকি অংশ তার পশ্চাতেই ছিল। সুতরাং উদ্দীপকে বিজয়ী রোমান সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের প্রতিফলন ঘটেছে পাঠ্যবইয়ের বাংলা বিজয়ী মুসলিম শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজির কর্মে।
- ঘ. বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনে বিভিন্ন বেত্রে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য ও কর্মশক্তির সংমিশ্রণ তাকে সফলতা এনে দেয়। আমি বক্তব্যটির সাথে একমত। বখতিয়ার খলজি স্থায়ী কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন। এখানে তিনি শিহাবউদ্দিন ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকরি প্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। খাটো, লম্বা হাত ও কুৎসিত চেহারার জন্য বখতিয়ার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। এরূপ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুর্কিদের নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো। গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে উপস্থিত হন। এবারও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজরউদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী

বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দবিগ-পূর্ব কোণে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গির দান করেন। এখানে বখতিয়ার তার ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান। এজন্যই আমি মনে করি, বখতিয়ার খলজির প্রথম জীবনে বিভিন্ন বেত্রে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য ও কর্মশক্তির সংমিশ্রণ তাকে সফলতা এনে দেয়।

### প্রশ্ন-২

শায়েস্তা খানের শাসনামল

পাহাড়ি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা হাইছড়ি। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য না হওয়ায় সেখানকার উৎপাদিত পণ্য সময়মতো বাজারজাত করা কষ্টসাধ্য। পাহাড়ের ঢালু জমিতে প্রচুর কলা উৎপাদিত হওয়ায় সেগুলো সময়মতো বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। একেবারেই স্বল্পমূল্যে কলা বিক্রি হওয়া দেখে স্কুল পড়ুয়া দুর্জয় বড়ুয়া তার মাকে বলল এ তো দেখি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

- ক. বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে কে নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন?
- খ. বাংলাকে ‘বুলগাকপুর’ বলা হয়েছিল কেন?
- গ. দুর্জয়ের বাংলার ইতিহাসের কোন শাসকের কথা মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত শাসকের শাসনকালকে স্থাপত্যশিল্পের স্বর্ণযুগ বলাকে যৌক্তিক মনে কর কি?



### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইউজ খলজি বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন।
- খ. বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি। এ পর্বের প্রথম পর্যায় ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। এদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোগী খলজি মালিক। আবার কেউ কেউ তুর্কি বংশের শাসক। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। তবে এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের এ যুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন ‘বুলগাকপুর’। এর অর্থ ‘বিদ্রোহের নগরী’।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুর্জয়ের শায়েস্তা খানের শাসনামলের কথা মনে পড়ে। শায়েস্তা খান তার শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলির জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। দিল্লির সম্রাট আওরঙ্গজেব তার মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেন। তিনি ছিলেন একজন সুদর সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তার শাসন আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণে তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষিবেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। আলোচ্য উদ্দীপকে

অমরা দেখি, উক্ত সময়ে উৎপাদিত দ্রব্য ছিল খুবই সস্তা। সুতরাং আমরা বলতে পারি আলোচ্য উদ্দীপকে দুর্জয়ের শায়েস্তা খানের শাসনের কথা মনে পড়ে যায়।

**ঘ** শাসক শায়েস্তা খানের শাসনামলকে স্থাপত্যশিল্পের স্বর্ণযুগ বলাকে আমি যৌক্তিক মনে করি। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মীর জুমলার মৃত্যুর পর সম্রাটের মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেওয়া হয়। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদর্শ ও দূরদর্শী শাসক। তার শাসনামলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল সমৃদ্ধ। এই সময় তিনি বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলির সাথে বাংলার স্থাপত্যশিল্পেরও উৎকর্ষ সাধন করেন। তার শাসনকাল বাংলার স্থাপত্যশিল্পের জন্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম

সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্যশিল্পের প্রতি তার গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্যশিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের ‘স্বর্ণযুগ’ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তার আমলে নির্মাণ করা স্থাপত্যকার্যের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ ফেলরা, বিবি পীরী সমাধি-সৌধ, হোসেনি দালান, সফীখানের মসজিদ, বুড়িগঞ্জার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের ন্যায় নিজের স্মৃতিকে এত বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি। বস্তুত, ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী। আর উল্লিখিত স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শনের কারণে শায়েস্তা খানের শাসনামলকে স্থাপত্যশিল্পের স্বর্ণযুগ বলা হয়। সুতরাং উক্তিটি যথার্থ।

## পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে— বোর্ড ও সেরা স্কুলসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবাখীদের পরীবা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।

## বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



### ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

#### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম বিজ্ঞানের নাম কী? [স. বো. '১৬]
  - ক) ইওজ খলজি
  - খ) ইলিয়াস শাহী
  - গ) বখতিয়ার খলজি
  - ঘ) ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ
২. হুসেন শাহ কবি সাহিত্যিকদেরকে পুরস্কার প্রদান করতেন কেন? [স. বো. '১৬]
  - ক) সুনাম বৃদ্ধির জন্য
  - খ) সুখ্যাতি পাওয়ার আশায়
  - গ) উৎসাহিত করার জন্য
  - ঘ) পুণ্য লাভের জন্য
৩. পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সাথে পত্রালাপ হতো কোন সুলতানের? [স. বো. '১৬]
  - ক) শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
  - খ) গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
  - গ) সিকান্দার শাহ
  - ঘ) ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ
৪. বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরের কারণ কি ছিল? [স. বো. '১৫]
  - ক) ঢাকার আবহাওয়া ছিল বসবাসের উপযোগী
  - খ) জমিদারদের বশীভূত করার জন্য
  - গ) রাজমহল বসবাসের অযোগ্য ছিল
  - ঘ) ঢাকার মানুষের দাবি ছিল
৫. বখতিয়ার খলজি কোন দেশীয় বীর ছিলেন? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
  - ক) তুর্কি
  - খ) পারসিক
  - গ) রোমান
  - ঘ) গ্রিক
৬. বখতিয়ার খলজি কাদের পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন? [ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা]
  - ক) পাল রাজাদের
  - খ) মৌর্য বংশীয়দের
  - গ) সেন রাজাদের
  - ঘ) গুপ্ত বংশীয়দের
৭. বাংলার প্রথম মুসলিম বিজ্ঞেতা কে? [জে. ভি. গভ. গার্লস হাইস্কুল, কিশোরগঞ্জ]
  - ক) ইলিয়াস শাহ
  - খ) বখতিয়ার খলজি
  - গ) ইওজ খলজি
  - ঘ) শিরণ খলজি
৮. বখতিয়ার খলজি কীসে বিশ্বাসী ছিলেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) স্বীয় কর্মশক্তিতে
  - খ) বিজয় ভাবনায়
  - গ) রাজ্য জয়ে
  - ঘ) দেশরবায়
৯. কত খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি গজনিতে আসেন? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
  - ক) ১১৯৩
  - খ) ১১৯৪
  - গ) ১১৯৫
  - ঘ) ১১৯৬
১০. বখতিয়ার খলজি গজনিতে আসেন কেন? [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
  - ক) ব্যবসা করার জন্য
  - খ) জীবিকার অশ্বেষণে
  - গ) ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে
  - ঘ) ঘোড়া ক্রয় করতে
১১. বখতিয়ার খলজি কতজন সৈন্য নিয়ে নদীয়ায় উপস্থিত হন?

[খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

১২. বখতিয়ার খলজির জীবনের শেষ অভিযান কোনটি? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
  - ক) নদীয়া অভিযান
  - খ) তিব্বত অভিযান
  - গ) মালদহ অভিযান
  - ঘ) গৌড় অভিযান
১৩. মিতা বলল যে, এটি বখতিয়ার খলজির শেষ অভিযান। এখানে মিতা কোন অভিযানের কথা বলতে চেয়েছে? [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
  - ক) বাংলা
  - খ) তিব্বত
  - গ) গৌড়
  - ঘ) মালদহ
১৪. ১২০৪-১৩০৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম শাসনের সময়কাল কেমন ছিল? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
  - ক) সম্পূর্ণ স্বাধীন
  - খ) শৃঙ্খলাপূর্ণ
  - গ) বিশৃঙ্খলাপূর্ণ
  - ঘ) শান্তিময়
১৫. ‘বুলগাকপুর’-এর অর্থ কী? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা; মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
  - ক) বিদ্রোহের নগরী
  - খ) মুসলমানদের নগরী
  - গ) শান্তির নগরী
  - ঘ) হিন্দুদের নগরী
১৬. শিরণ খলজির শাসনকাল কত বছর স্থায়ী হয়? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) ১
  - খ) ২
  - গ) ৩
  - ঘ) ৪
১৭. ইওজ খলজির শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কোনটি? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
  - ক) বিভিন্ন সংস্কার সাধন
  - খ) কর্তৃত্বতন্ত্র
  - গ) অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি
  - ঘ) স্বেচ্ছাচারিতা
১৮. ইলতুৎমিশ কোথাকার সুলতান ছিলেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) দিল্লির
  - খ) আসামের
  - গ) আগ্রার
  - ঘ) নয়াদিল্লির
১৯. ইওজ খলজি কীসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) শিল্প ও সাহিত্যের
  - খ) গানের
  - গ) নাটকের
  - ঘ) জারিগানের
২০. কাদেরকে মামলুক বলা হয়? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]
  - ক) তুর্কিদের
  - খ) গ্রিকদের
  - গ) দাসদের
  - ঘ) আফগানদের
২১. নাসিরউদ্দীন মাহমুদের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) ১২২৯
  - খ) ১২৩০
  - গ) ১২৩১
  - ঘ) ১২৩২
২২. সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) ১২৩৫
  - খ) ১২৩৬
  - গ) ১২৩৭
  - ঘ) ১২৩৮
২৩. সোনারগাঁও এর শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]
  - ক) ১৩৩৮
  - খ) ১৩৩৯
  - গ) ১৩৪০
  - ঘ) ১৩৪১

২৪. ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ কে ছিলেন? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● বর্মরবক ④ সিপাহি ⑥ উজির ⑧ সেনাপ্রধান
২৫. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে? [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ③ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ ● ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ  
 ⑥ গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি ⑧ বাহরাম খান
২৬. কত খ্রিষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ সীতগাঁও দখল করেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]  
 ③ ১৩৪৩ ⑥ ১৩৪৪ ⑧ ১৩৪৫ ● ১৩৪৬
২৭. ইলিয়াস শাহ কত সালে বাংলায় তিনটি কেন্দ্রকে একত্র করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন? [মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর]  
 ③ ১৩৪০ ⑥ ১৩৪২ ⑧ ১৩৫০ ● ১৩৫২
২৮. মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা কে? [ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস]  
 ③ মুবারক শাহ ● ইলিয়াস শাহ  
 ⑥ আলী শাহ ⑧ গাজী শাহ
২৯. কেন ইলিয়াস শাহ ‘শাহ-ই-বাঙ্গালা’ উপাধি গ্রহণ করেন? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়; মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● বাঙালিদের জাতীয় নেতা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে  
 ⑥ অধিক সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হওয়াতে  
 ⑧ সম্রাট হিসেবে স্বীকৃতি পেতে  
 ⑩ শ্রেষ্ঠ সুলতান হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে
৩০. জৌনপুরের শাসনকর্তা কে ছিলেন? [লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ③ নূর কুতুব ● ইব্রাহিম শরীফ  
 ⑥ জালালউদ্দিন ⑧ সাদি খান
৩১. পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের প্রথম শাসক কে ছিলেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]  
 ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ ⑥ বাহরাম শাহ  
 ⑧ জুনা খান ⑩ মুবারক শাহ
৩২. রবকনউদ্দিন বরবক শাহ-এর পিতার নাম কী? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]  
 ③ শিহাবউদ্দিন মাহমুদ ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ  
 ⑥ মুজাফফর উদ্দিন মাহমুদ ⑧ কুতুবউদ্দিন মাহমুদ
৩৩. রবকনউদ্দিন বরবক শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? [আল হেরা একাডেমি, পাবনা]  
 ● ১৪৭৪ ⑥ ১৪৭৬ ⑧ ১৪৭৮ ⑩ ১৪৮০
৩৪. হাবসি বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? [লক্ষ্মীপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● বরবক শাহ ⑥ ফিরোজ শাহ  
 ⑧ মাহমুদ শাহ ⑩ মুজাফফর শাহ
৩৫. হুসেন শাহী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? [দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]  
 ③ নুসরত শাহ ● আলআউদ্দিন হুসেন শাহ  
 ⑥ মাহমুদ শাহ ⑧ মুবারক শাহ
৩৬. বাংলায় হুসেন শাহী বংশের শাসনামলের সময়সীমা কত? [দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]  
 ● ১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ⑥ ১৪৯৪-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ  
 ⑧ ১৪৯৫-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ ⑩ ১৪৯৬-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ
৩৭. বার ভূঁইয়ারা কাদের অধিকার মেনে নেয়নি? [বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা]  
 ● মুঘলদের ⑥ পাঠানদের  
 ⑧ ইংরেজদের ⑩ বর্মীদের
৩৮. কোন শাসকের সময় বার ভূঁইয়াদের দমন করা হয়? [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ③ সম্রাট হুমায়ুন ⑥ সম্রাট আকবর  
 ⑧ সম্রাট শাহজাহান ● সম্রাট জাহাঙ্গীর
৩৯. ঢাকা সর্বপ্রথম কখন বাংলার রাজধানী হয়? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ③ ১৬০৬ ⑥ ১৬০৮ ● ১৬১০ ⑩ ১৬১২
৪০. কে বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ● সুবাদার ইসলাম খান ⑥ দারার খান

৪১. নবাবি আমলে সুবাকে বলা হতো নিজামত আর সুবাদারকে কী বলা হতো? [দি বার্ডস রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, শ্রীমঙ্গল]  
 ③ জায়গিরদার ● নাজিম  
 ⑥ উজির ⑧ জমিদার

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৪২. রাজধানীর নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে ইওজ খলজির পদবেশগুলো হলো— [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. গভীর বা প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ  
 ii. বহু খাল খনন  
 iii. সেতু নির্মাণ  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ③ i ও ii ⑥ i ও iii ⑧ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪৩. আলআউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল— [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. ধর্মীয় উদারতা  
 ii. প্রজারঞ্জকতা  
 iii. ন্যায়পরায়ণতা  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ③ i ও ii ⑥ i ও iii ⑧ ii ও iii ● i, ii ও iii
৪৪. বাংলার মুঘল শাসন অভিযান্ত্রিক হয় দুই পর্বে। পর্ব দুটি হলো— [কুষ্টিয়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. সুবাদারি  
 ii. নবাবি  
 iii. সুলতানি  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ⑥ i ও iii ⑧ ii ও iii ⑩ i, ii ও iii
৪৫. ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলীবর্দী খান নবাব ছিলেন— [খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]  
 i. বাংলার  
 ii. বিহারের  
 iii. উড়িষ্যার  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ③ i ও ii ⑥ i ও iii ⑧ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 তবকপুর অঞ্চলের শক্তিশালী শাসক আকাশ জামশেদপুর দখল করলেও জামশেদপুরের শাসক সুমনের নেতৃত্বে অন্যান্য অঞ্চলের শাসকরাও ঐক্যবন্ধ হলে আকাশ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। [স. বো. '১৫]
৪৬. সুমনের ভূমিকায় নিচের কোন জমিদারকে দেখতে পাই? (প্রয়োগ)  
 ③ মুসা খান ⑥ ইসা খান ⑧ চাঁদ রায় ⑩ বাহাদুর গাজী
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 তবকপুর অঞ্চলের শক্তিশালী শাসক আকাশ জামশেদপুর দখল করলেও জামশেদপুরের শাসক সুমনের নেতৃত্বে অন্যান্য অঞ্চলের শাসকরাও ঐক্যবন্ধ হলে আকাশ তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। [স. বো. '১৫]
৪৭. সুমনের ভূমিকায় নিচের কোন জমিদারকে দেখতে পাই? (প্রয়োগ)  
 ③ মুসা খান ● ইসা খান  
 ⑥ চাঁদ রায় ⑧ বাহাদুর গাজী
৪৮. বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয় কীভাবে? [রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]  
 ③ হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে ⑥ বৌদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে  
 ⑧ আর্যদের আগমনের মধ্যদিয়ে ● মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৯ ও ৫০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
 জনাব মাহমুদ পৌর মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর আত্রাবপুর থেকে মমিনপুরে পৌরসভা স্থানান্তর করেন। মূলত নদী তীরবর্তী হওয়ার কারণে তিনি এখানে



পৌর অফিস স্থানান্তর করেন। তিনি মমিনপুরের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য নৌবাহিনী গঠন করেন। তাছাড়াও তিনি মমিনপুরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি করেন।

[মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৪৯. অনুচ্ছেদে জনাব মাহমুদ-এর সাথে মিল বিদ্যমান—

- ইলতুৎমিশের
- শ্রেষ্ঠ খলজি মালিক শাসকের
- গিয়াসউদ্দিন ইউজ খলজির

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

৫০. অনুচ্ছেদের মেয়রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ শাসকের অন্যান্য কৃতিত্বগুলো হলো—

- রাজধানী স্থানান্তর
- কঠোরতা
- রাজ্য বিস্তার

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

## ■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➡ ভূমিকা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৭

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫১. বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা কালকে কোন যুগের শুরব বলা হয়? (জ্ঞান)  
Ⓐ আধুনিক    Ⓑ মধ্য    Ⓒ প্রাচীন    Ⓓ উত্তরাধুনিক
৫২. ইতিহাস কখন এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করে? (অনুধাবন)  
Ⓐ শাসকের পরিবর্তনে    Ⓑ যুগান্তকারী পরিবর্তনে  
Ⓒ বাহিনীপ্রবর্তন আক্রমণে    Ⓓ জনতার আন্দোলনে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৩. মুসলমানদের বিজয়ে বজ্জা পরিবর্তন আসে— (অনুধাবন)  
i. রাজনৈতিক বেঞ্চে  
ii. ধর্মের বেঞ্চে  
iii. অর্থনীতিতে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
- ➡ বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৭
- সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলা মুসলিম শাসনের সূচনা করেন— বখতিয়ার খলজি।
  - বখতিয়ার খলজি বিশ্বাসী ছিলেন— স্বীয় কর্মশক্তিতে।
  - বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়া আক্রমণ করেন তখন তার সাথে সৈন্য ছিল— ১৭ কিংবা ১৮ জন অশ্বারোহী।
  - বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা হয়— মধ্য যুগে।
  - বখতিয়ার খলজির শক্তি কেন্দ্র হয়ে উঠে— ভগবত ও ভিউলি।
  - বখতিয়ার খলজি বাংলা জয় করেন— ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে।
  - বখতিয়ার খলজির জয়কৃত প্রথম বিহারটির নাম ছিল— ওদন্তপুরী বিহার।
  - রাজা লবণ সেন পালিয়ে আশ্রয় নেন— মুন্সীগঞ্জের বিরূপপুরে।
  - বখতিয়ার খলজি মৃত্যুবরণ করেন— ১২০৬ সালে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫৪. কখন বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয়? (জ্ঞান)  
Ⓐ দ্বাদশ শতকে    Ⓑ দশম শতকে  
Ⓒ ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে    Ⓓ চতুর্দশ শতকে
৫৫. বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা হয় কার মাধ্যমে? (জ্ঞান)  
Ⓐ ইখতিয়ারউদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি  
Ⓑ ইবনে বাতুতা  
Ⓒ সম্রাট জাহাঙ্গীর  
Ⓓ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
৫৬. গজনীতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার খলজি কার নিকট গমন করেন? (জ্ঞান)

- Ⓐ কুতুবউদ্দিন আইবেক    Ⓑ ইলিয়াস শাহ  
Ⓒ শিহাবউদ্দিন    Ⓓ রাজা গণেশ
৫৭. রাজা লক্ষ্মণ সেন কোথায় অবস্থান করছিলেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ বিহারে    Ⓑ নদিয়ায়    Ⓒ অযোধ্যায়    Ⓓ দেবকোটে
৫৮. বিহার থেকে বঙ্গদেশে কীভাবে প্রবেশ করা যায়? (অনুধাবন)  
Ⓐ শিকড়িগড় ও কাশ্মীর দিয়ে    Ⓑ তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড় দিয়ে  
Ⓒ তেলিয়াগড় ও কাশ্মীর দিয়ে    Ⓓ কাশ্মীর ও বৃন্দাবন দিয়ে
৫৯. কোন পথ দিয়ে বখতিয়ার খলজি বাংলাদেশে আসেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ তেলিয়াগড় গিরিপথে    Ⓑ নৌপথে  
Ⓒ কালিকট বন্দর দিয়ে    Ⓓ জঙ্গল পথে
৬০. রাজা লক্ষ্মণ সেনের ব্যর্থতার কারণ কী? (উচ্চতর দর্শনা)  
Ⓐ রাজার দুর্বলতা    Ⓑ অদূরদর্শিতা  
Ⓒ অত্যধিক হামলা    Ⓓ অযোগ্যতা
৬১. বখতিয়ার খলজি কত খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া জয় করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১২০৮    Ⓑ ১২০৮    Ⓒ ১২১২    Ⓓ ১২১৪
৬২. হাফিজ H অঞ্চলে রাজধানী স্থাপন করে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। H দ্বারা কোন স্থানকে বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)  
Ⓐ বিহার    Ⓑ উড়িষ্যা    Ⓒ নদীয়া    Ⓓ গৌড়
৬৩. বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযানে ব্যর্থ হয়ে কোথায় যান? (জ্ঞান)  
Ⓐ দেবকোটে    Ⓑ বিহারে    Ⓒ মুন্সীগঞ্জে    Ⓓ গজনীতে
৬৪. কত খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
Ⓐ ১১৮৬    Ⓑ ১১৯৭    Ⓒ ১২০৮    Ⓓ ১২০৬
৬৫. তারেক বিন জিয়াদ সর্বপ্রথম সেনা জয় করেন। তারেকের সাথে সর্বপ্রথম কোন বাংলা বিজেতার মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)  
Ⓐ মুহাম্মদ বিন কাসেম    Ⓑ কুতুবউদ্দিন আইবেক  
Ⓒ বখতিয়ার খলজি    Ⓓ ইলতুৎমিশ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৬. বখতিয়ার খলজি ছিলেন— (অনুধাবন)  
i. জাতিতে তুর্কি    ii. বংশে খলজি  
iii. বৃষ্টিতে ভাগ্যাম্বেষী সৈনিক  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৬৭. বখতিয়ার খলজি সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন কারণ— (অনুধাবন)  
i. তিনি ছিলেন খাটো    ii. তার হাত লম্বা ছিল  
iii. তিনি কুৎসিত চেহারার ছিলেন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৬৮. বখতিয়ার খলজির শক্তিকেন্দ্র গড়ে ওঠে— (অনুধাবন)  
i. ভাগবত    ii. ভিউলি  
iii. বদাউন  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৬৯. বখতিয়ার খলজি নদীয়ায় প্রবেশ করেন— (অনুধাবন)  
i. বণিকের হস্তবেশে    ii. অশ্ব বিক্রেতার বেশে  
iii. মধ্যাহ্নে  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৭০. বখতিয়ার খলজি নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর দুই বছর পর্যন্ত আর কোনো অভিযানে না যাওয়ার কারণ হলো— (অনুধাবন)  
i. রাজ্যে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা    ii. দুর্বলতা  
iii. রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা  
নিচের কোনটি সঠিক?  
Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
৭১. বখতিয়ার খলজির দেবকোটে রাজধানী স্থানান্তর করার কারণ হলো— (অনুধাবন)  
i. রাজধানী নিরাপদ রাখা    ii. অর্থনৈতিক উন্নতি

At a Glance

iii. সামাজিক উন্নতি নিচের কোনটি সঠিক?	● i      ④ ii      ⑥ iii      ⑧ i ও iii
৭২. বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম সংস্কৃতি বিকাশের জন্য— (উচ্চতর দরতা)	
i. অনেক মসজিদ, মাদরাসা স্থাপন করেন	
ii. মক্তব স্থাপন করেন	
iii. সংস্কৃতি সংঘ স্থাপন করেন	
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii      ⑥ ii ও iii      ⑧ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭৩ ও ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :	
জনাব ‘ক’ একটি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে তা দখল করেন। পরে সেখানে মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ নির্মাণ এবং এর উন্নয়ন সাধন করেন।	
৭৩. অনুচ্ছেদে ‘ক’ এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোন ব্যক্তির? (প্রয়োগ)	● বখতিয়ার খলজি      ④ ইওজ খলজি ⑥ গিয়াসউদ্দিন      ⑧ ফখরবদ্দিন
৭৪. অনুচ্ছেদে যে বিষয়টি লবণীয়— (উচ্চতর দরতা)	
i. শিবির প্রতি বিদেহ	
ii. শিবির প্রতি আগ্রহ	
iii. শিবির প্রতি অনুরাগ	
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii ● ii ও iii      ⑧ i, ii ও iii

### বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাস ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৫৯

- বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন— বখতিয়ার খলজি।
- বাংলায় তুর্কি শাসনের সময়কাল ছিল— ১২০৪-১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।
- জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছেন— ‘বুলগাকপুর’।
- তুর্কি শাসকেরা শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন— দিল্লির সুলতানদের অধীনে।
- বখতিয়ার খলজিকে হত্যা করেন— আলী মর্দান খলজি।
- হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি দেবকোটের শাসক হন— ১২০৮ সালে।
- আলী মর্দান খলজি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন— ১২১০ সালে।
- খলজি আমির ও সেনারা তাদের নেতা নির্বাচিত করে— মুহম্মদ শিরন খলজিকে।
- খলজি মালিকদের হাতে নিহত হন— আলী মর্দান খলজি।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৭৫. বাংলায় মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায় কত ছিল? (জ্ঞান)	● ১২০৪-১৩৩৮ ④ ১২০৮-১৩২৪      ⑥ ১২১৪-১৩৮৩
৭৬. ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম কী দিয়েছিলেন? (জ্ঞান)	● বুলগাকপুর      ④ নদীয়া      ⑥ অযোধ্যা      ⑧ দেবকোট
৭৭. ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশকে বুলগাকপুর বলেছেন কেন? (উচ্চতর দরতা)	● বাংলা হলো বিদ্রোহীপূর্ণ নগরী ④ বাংলার লোকজন খরাপ ⑥ বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর ⑧ বাংলাদেশের আয়তন কম বলে
৭৮. ঐতিহাসিকদের মতে, বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী কে? (জ্ঞান)	● আলী মর্দান ④ আলী হোসেন      ⑥ হুসামউদ্দিন
৭৯. শিরাণ খলজি বাংলায় শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন কীভাবে? (অনুধাবন)	● বিদ্রোহীদের হত্যা করে      ④ বিদ্রোহীদের ভয় দেখিয়ে ⑥ বিদ্রোহীদের বন্দি করে      ⑧ আলী মর্দানকে বন্দি করে
৮০. হুসামউদ্দিন ইওজ কোথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)	● দেবকোটের      ④ নদীয়ার      ⑥ লখনৌতির      ⑧ দিল্লির
৮১. কত খ্রিষ্টাব্দে আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? (জ্ঞান)	

● ১২০৪      ④ ১২০৮      ● ১২১০      ⑧ ১২১২	
৮২. আলী মর্দান খলজি নিজের নাম দেন কী? (জ্ঞান)	● আলাউদ্দিন আলী মর্দান খলজি ④ হোসেন শাহী আলী মর্দান খলজি ⑥ আকবর হোসেন আলী মর্দান খলজি ⑧ গিয়াসউদ্দিন আলী মর্দান খলজি
৮৩. গিয়াসউদ্দিন খলজির শাসনকাল ছিল— (জ্ঞান)	● ১২০৪-১২১২      ④ ১২০২-১২০৪ ⑥ ১২০৮-১১১০      ● ১২১২-১২২৭

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৪. বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায়— (অনুধাবন)	i. ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে সূচনা হয় ii. ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয় iii. স্বাধীন শাসকদের যুগ
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii      ⑥ ii ও iii      ⑧ i, ii ও iii
৮৫. বখতিয়ার খলজির সহযোগীরা ছিলেন— (অনুধাবন)	i. শিরাণ খলজি ii. আলী মর্দান খলজি iii. হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii      ⑥ ii ও iii      ● i, ii ও iii
৮৬. আলী মর্দান খলজিকে বন্দি করা হয়— (অনুধাবন)	i. বিদ্রোহ দমনের জন্য ii. শান্তিশৃঙ্খলা রবার জন্য iii. যুদ্ধ করার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii      ⑥ ii ও iii      ⑧ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৭ ও ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
আনন্দ্য বাংলায় মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পড়েছিল। সে বিম্বিত হয় প্রতিষ্ঠাতার সহযোগীদের একজনই তাকে হত্যা করে।

৮৭. অনুচ্ছেদের হত্যাকারী কে? (প্রয়োগ)	● আলী মর্দান খলজি ④ ইওজ খলজি      ⑥ বখতিয়ার খলজি
--	--

৮৮. উক্ত হত্যাকারী— (উচ্চতর দরতা)	i. খুব কঠোর শাসক ছিলেন ii. দুই বছর বমতায় ছিলেন iii. নিজেও হত্যার শিকার হন
নিচের কোনটি সঠিক?	● i ও ii      ④ i ও iii      ⑥ ii ও iii      ● i, ii ও iii

### সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬০

- খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন— সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি।
- শাসনের সুবিধার্থে গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি রাজধানী স্থানান্তর করেন— লখনৌতিতে।
- বাংলায় মুসলিম শাসকদের মধ্যে প্রথম নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন— গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি।
- গৌড়ের জুমা মসজিদ নির্মাণ করেন— গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি।
- গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি স্বীকৃতি পান— আকাসীয় খলিফা আল-নাসিরের থেকে।
- বাংলার ১ম তুর্কী শাসনকর্তা ছিলেন— নাসিরউদ্দিন মাহমুদ।
- মামলুক তুর্কীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন— তুঘরি।
- বাংলা দিল্লীর অধীনে ছিল— ১৩২৮-১৩৩৮ সাল পর্যন্ত।

At a Glance

At a Glance

- লখনৌতিতে মুসলিম আধিপত্য ভালো চোখে দেখেননি— দিলরীর সুলতান ইলতুৎমিশ।
- মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়— লখনৌতি।
- শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন— গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৮৯. খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি ● ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিন খলজি  
 ① আলী মর্দান খলজি ② শিরাণ খলজি
৯০. বাংলার রাজধানী দেবকোট হতে লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন কে? (জ্ঞান)  
 ③ শিরাণ খলজি ④ হুসামউদ্দিন খলজি  
 ⑤ আলী মর্দান খলজি ● সুলতান গিয়াসউদ্দিন খলজি
৯১. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি কোথায় দুর্গ নির্মাণ করেন? (জ্ঞান)  
 ③ গৌড় ④ লখনৌতিতে  
 ● বসনকোটে ⑤ দেবকোটে
৯২. লখনৌতি কোথায় অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল? (জ্ঞান)  
 ● নদীর তীরে ③ সমুদ্র তীরে  
 ④ পুকুরের ধারে ⑤ খালবিলে
৯৩. নৌবাহিনীর গৌড়াপত্তন করেছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ● ইওজ খলজি ③ আল মুনতাসির  
 ④ নাসির উদ্দিন ⑤ শিরাণ খলজি
৯৪. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি কোন আব্বাসীয় শাসকের নিকট থেকে স্বীকৃতিপত্র লাভ করেন? (জ্ঞান)  
 ③ হারবন-অর রশিদ ④ আল মামুন  
 ● আল নাসির ⑤ আব্বাস
৯৫. কত সালে ইলতুৎমিশ বাংলার দিকে নজর দেন? (জ্ঞান)  
 ③ ১২২০ ④ ১২২১ ⑤ ১২২২ ● ১২২৪
৯৬. ইওজ খলজি সন্ধির প্রস্তাব করেন কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)  
 ③ ১২২২ ④ ১২২৩ ⑤ ১২২৪ ● ১২২৫
৯৭. মামলুক শাসনের ১৫ জন শাসনকর্তার মধ্যে কয়জন দাস ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ③ ৫ ④ ৭ ⑤ ৯ ● ১০
৯৮. আলাউদ্দিন জানিকে ইলতুৎমিশ কোন এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন? (জ্ঞান)  
 ● বিহার ③ উড়িষ্যা ④ গৌড় ⑤ বসনকোট
৯৯. সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র কে? (জ্ঞান)  
 ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ ③ আল মামুন  
 ④ ইওজ খলজি ⑤ মুকাররম খান
১০০. গিয়াসউদ্দিনের পরাজয়ের পর কে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন? (জ্ঞান)  
 ③ আল মামুন ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ  
 ④ হারবন-অর রশিদ ⑤ আল মুনতাসির
১০১. শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কে? (জ্ঞান)  
 ● ইওজ খলজি ③ নাসিরউদ্দিন  
 ④ শিরাণ খলজি ⑤ আল মামুন
১০২. কার পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি শিবা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়? (জ্ঞান)  
 ● ইওজ খলজি ③ নাসির উদ্দিন  
 ④ শিরাণ খলজি ⑤ আল মামুন
১০৩. ইওজ খলজির মৃত্যুর পর ষাট বছরে কয়জন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন? (জ্ঞান)  
 ③ ১৩ ④ ১৪ ● ১৫ ⑤ ১৬
১০৪. মামলুক শাসনের ১৫ জন শাসনকর্তার মধ্যে কয়জন দাস ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ③ ৫ ④ ৭ ⑤ ৯ ● ১০
১০৫. দাসদের কী বলা হতো? (জ্ঞান)  
 ③ মালিক ● মামলুক ④ কৃতদাস ⑤ চাকর
১০৬. মামলুক শাসন কত বছর ব্যাপী বিস্তৃত ছিল? (জ্ঞান)  
 ③ ৫০ ④ ৫৫ ● ৬০ ⑤ ৬৫
১০৭. ১২২৭-১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার শাসন মামলুক শাসন নামে পরিচিত হওয়ার পিছনে কোন কারণটি বিদ্যমান? (উচ্চতর দরতা)

- ③ মামলুক ছিল তুর্কিদের একটি গোত্র  
 ● এ বংশের বেশিরভাগই দাস ছিল  
 ④ এ বংশের বেশিরভাগই শিবিত ছিল  
 ⑤ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মামলুক
১০৮. ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ১৫ জন শাসনকর্তা কোন বংশের ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ● তুর্কি ③ রবড় ④ শূদ্র ⑤ বদ্রিয়
১০৯. প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা কে ছিলেন? (জ্ঞান)  
 ③ আল মামুন ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ  
 ④ ইওজ খলজি ⑤ সুজাউদ্দিন খান
১১০. নাসিরউদ্দিন মাহমুদের পর কে বমতায় আসেন? (জ্ঞান)  
 ● দৌলত শাহ বিন মওদুদ ③ সুজাউদ্দিন খান  
 ④ সরফরাজ আলী ⑤ ফিরোজ শাহ
১১১. মাসুদ জানি কত খ্রিষ্টাব্দে মুঘিসউদ্দিন উপাধি ধারণ করেন? (জ্ঞান)  
 ③ ১২৫০ ④ ১২৫২ ⑤ ১২৫৩ ● ১২৫৫
১১২. মুঘিসউদ্দিন কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)  
 ③ ১২৬০ ④ ১২৭১ ● ১২৮১ ⑤ ১২৯১
১১৩. সুলতান বলবনের সাথে বুঘরা খানের কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল? (অনুধাবন)  
 ③ চাচা-ভ্রাতুষ্পুত্র ④ মামা-ভাগ্নে  
 ● পিতা-পুত্র ⑤ রাজা-প্রজা
১১৪. বুঘরা খান কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন? (জ্ঞান)  
 ③ ১২৮৪ ④ ১২৮৫ ⑤ ১২৮৬ ● ১২৮৭
১১৫. বুঘরা খানের মন ভেঙে যায় কেন? (অনুধাবন)  
 ③ সুলতান বলবনের আক্রমণে ④ রাজ্যের বিপুলখার কারণে  
 ● কায়কোবাদের মৃত্যুতে ⑤ দিল্লির সুলতানের আক্রমণে
১১৬. গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন? (জ্ঞান)  
 ③ ১৩২৫ ④ ১৩২৬ ● ১৩২৮ ⑤ ১৩২৯

### বহুপদী সমাশ্বিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১১৭. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি— (অনুধাবন)  
 i. বাংলায় প্রথম নৌবাহিনী গড়ে তোলেন  
 ii. ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন  
 iii. খলজি মালিকদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১৮. বাংলা পুরোপুরি দিল্লির অধিকারে আসে— (অনুধাবন)  
 i. বসনকোট দুর্গ অধিকারের মাধ্যমে  
 ii. ইওজ খলজির পরাজয়ের মাধ্যমে  
 iii. ইওজ খলজির পতনের মাধ্যমে  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑤ ii ও iii ● i, ii ও iii
১১৯. A বংশীয় শাসকগণ প্রায় ৬০ বছর বাংলা শাসন করেন। A বংশীয় শাসকদের সাথে মিল রয়েছে— (প্রয়োগ)  
 i. তুঘরিগ  
 ii. নাসিরউদ্দিন মাহমুদ  
 iii. ঈসা খান  
 নিচের কোনটি সঠিক?  
 ● i ও ii ③ i ও iii ④ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

### বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের ইতিহাস

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬২

At a Glance

- বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে— ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের হাতে।
- সোনারগাঁওয়ের শাসক বাহরাম খানের মৃত্যু হয়— ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে।
- বাহরাম খানের মৃত্যুর পর সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন— ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ।
- সোনারগাঁওয়ের সুলতানি শাসন ছিল— প্রায় ২০০ বছর।
- স্বাধীন সুলতান হিসেবে প্রথম নিজের নামে মুদ্রা জারি করেন— ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ।
- ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ সোনারগাঁও রাজত্ব করেন— ১৩৩৮-১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ

- পর্যন্ত।
- চাঁদপুর হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাজপথ নির্মাণ করেন— ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ।
  - ফখরবদ্দিনের মৃত্যুর পর সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন তার পুত্র— গাজী শাহ।
  - ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা জারি হয়— ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে।
  - বাহরাম খানের বর্মরবক ‘ফখরা’ নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন— ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২০. দিল্লির সুলতানগণ কত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেননি? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১০০      ● ২০০      Ⓒ ২৫০      Ⓓ ৩০০
১২১. মুসলমান সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ কত বছর? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১০০      ● ২০০      Ⓒ ২৫০      Ⓓ ৩০০
১২২. ফখরা ছিলেন ‘ক’ এর বর্মরবক। ‘ক’ ব্যক্তিটি কে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ ইসলাম খান      ● বাহরাম খান  
Ⓒ জালাল খান      Ⓓ ঈসা খান
১২৩. সোনারগাঁও বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী এলাকা। সেখানে গেলেই কোন শাসকের কথা ইতিহাসের পাতা থেকে মানসপটে ভেসে ওঠে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ বাহরাম খান      ● ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ  
Ⓒ আযম শাহ      Ⓓ সিকান্দার শাহ
১২৪. কদর খান কার সৈন্যদের হাতে নিহত হন? (জ্ঞান)
- ফখরবদ্দিনের      Ⓒ ইলিয়াস শাহের  
Ⓓ বাহাদুর শাহের      Ⓓ বাহরাম খানের
১২৫. নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ইলিয়াস শাহ      ● ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ  
Ⓒ গাজী শাহ      Ⓓ মাহমুদ শাহ
১২৬. ফখরবদ্দিন নিজ নামে মুদ্রা জারি করেছিলেন। এখানে কী ফুটে উঠেছে? (উচ্চতর দরতা)
- স্বাধীনতা      Ⓒ পরাধীনতা  
Ⓓ শক্তিশালী শাসক      Ⓓ দুর্বল শাসক
১২৭. ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও টাকশাল কার নামাঙ্কিত মুদ্রা জারি করা হয়? (জ্ঞান)
- ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ      Ⓒ খসরবদ্দিন গাজী শাহ  
Ⓓ বাহাদুর শাহ      Ⓓ নাসিরউদ্দিন শাহ
১২৮. গাজী শাহ কয় বছর রাজত্ব করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১      Ⓒ ২      ● ৩      Ⓓ ৫

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১২৯. বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়— (অনুধাবন)
- i. বাংলা দিল্লির থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল  
ii. দিল্লির শাসকের ব্যস্ততার জন্য  
iii. দিল্লির থেকে বাংলা অনেক দূরে ছিল
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii      Ⓒ i ও iii      ● ii ও iii      Ⓓ i, ii ও iii
১৩০. ফখরবদ্দিন নিজেকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে প্রকাশ করেন— (প্রয়োগ)
- i. মুদ্রা জারি করে  
ii. দুর্গ নির্মাণ করে  
iii. বিহার নির্মাণ করে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i      Ⓒ ii      Ⓓ iii      Ⓓ i ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- মোশারফ তার বাবার কাছে শুনল যে, A নামক এক ব্যক্তি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন ও খুৎবা পাঠ করছেন।
১৩১. অনুচ্ছেদে A কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)

- ফখরবদ্দিন      Ⓒ ইলিয়াস শাহ  
Ⓓ গিয়াসউদ্দিন      Ⓓ মুজাফফর শাহ

১৩২. ‘A’ এর মুদ্রা জারি ও খুৎবা পাঠে লবণীয়— (অনুধাবন)

- i. বমতা  
ii. স্বাধীনতা  
iii. বুদ্ধিমত্তা
- নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii      ● i ও iii      Ⓒ ii ও iii      Ⓓ i, ii ও iii

➡ ইলিয়াস শাহী বংশ ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৩

- শাসক হিসেবে বিচরণ ও জনপ্রিয় ছিলেন— শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
- শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সাতগাঁও অধিকার করেন— ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইলিয়াস শাহ—এর গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল— পূর্ব বাংলা অধিকার।
- বাংলায় প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ— ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে।
- ইলিয়াস শাহ দিল্লির সাথে সম্পর্ক ছিল করে— নিজ নামে খুৎবা ও মুদ্রা জারি করেন।
- বাংলার সকল অঞ্চলের অধিবাসীরা ‘বাঙালি’ বলে পরিচিত হয়— শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আমলে।
- শাহ—ই—বাঙালা উপাধি গ্রহণ করেন— ইলিয়াস শাহ।
- দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের সাথে সন্ধি করেন— সিকান্দার শাহ।
- পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রালাপ হতো— গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের।

At a Glance

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৩. ইলিয়াস শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৩৪১      ● ১৩৪২      Ⓒ ১৩৪৩      Ⓓ ১৩৪৪
১৩৪. ইলিয়াস শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন? (জ্ঞান)
- ১৩৫০      Ⓒ ১৩৫১      Ⓓ ১৩৫২      Ⓓ ১৩৫৪
১৩৫. কার মাধ্যমে স্বাধীনতার সূচনা হয়? (জ্ঞান)
- ফখরবদ্দিন মুবারক      Ⓒ বাহাদুর শাহ  
Ⓓ গিয়াসউদ্দিন      Ⓓ বাহরাম খান
১৩৬. বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৩৫০      Ⓒ ১৩৫১      ● ১৩৫২      Ⓓ ১৩৫৪
১৩৭. সিকান্দার শাহের শাসনকাল কোনটি? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৩৫০–১৩৮০      ● ১৩৫৮–১৩৯৩  
Ⓒ ১৪৫৮–১৪৯৩      Ⓓ ১৩৫০–১৪০০
১৩৮. আযম শাহ কার উপাধি ছিল? (জ্ঞান)
- গিয়াসউদ্দিনের      Ⓒ ফখরবদ্দিনের  
Ⓓ সিকান্দারের      Ⓓ ইলিয়াস শাহের
১৩৯. ইলিয়াস শাহী বংশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সুলতান কে ছিলেন? (জ্ঞান)
- গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ      Ⓒ ফিরোজ শাহ  
Ⓓ ইলিয়াস শাহ      Ⓓ সিকান্দার শাহ
১৪০. গিয়াসউদ্দিন কোন ধরনের কবিতা রচনা করতেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ হিন্দি      Ⓒ উর্দু  
● ফার্সি      Ⓓ বাংলা
১৪১. কবি হাফিজ তার কাব্য প্রতিভার জন্য চিরস্মরণীয়। এই কবির সাথে বাংলার কোন শাসকের পত্র বিনিময় হতো? (প্রয়োগ)
- Ⓐ ইলিয়াস শাহ      Ⓒ সিকান্দার শাহ  
● আযম শাহ      Ⓓ ফিরোজ শাহ
১৪২. গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর ইলিয়াস শাহী বংশের পরিণতি কী হয়েছিল? (উচ্চতর দরতা)
- পতন ঘটে      Ⓒ উন্নতি ঘটে  
Ⓓ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়      Ⓓ কোনো রকমে টিকে থাকে
১৪৩. গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের শাসনামলে ‘ইউসুফ-জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ কবি হাফিজ      ● কবি শাহ মুহম্মদ সগীর  
Ⓒ কবি শেখ সাদী      Ⓓ কায়কোবাদ



১৪৪. আযম শাহের রাজত্বকালে বিখ্যাত সুফী সাধক কে ছিলেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ নিযামউদ্দিন আওলিয়া Ⓑ কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকী  
● নূর কুতুব-উল-আলম Ⓓ শামস তিবরিয
১৪৫. মক্কা ও মদিনাতে মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণের জন্য অর্থব্যয় করতেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ইলিয়াস শাহ Ⓑ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ  
Ⓒ সিকান্দার শাহ ● গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৪৬. ইলিয়াস শাহ বাঙালি উপাধি গ্রহণ করেন— (অনুধাবন)
- i. বাঙালিদের একত্র করেছিলেন  
ii. বাঙালিদের নেতা ছিলেন  
iii. বাঙালির অধিপতি ছিলেন  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ ii ও iii ● ii ও iii Ⓓ i, iii ও iii
১৪৭. ইলিয়াস শাহ নেপাল আক্রমণ করেন। এর কারণ— (প্রয়োগ)
- i. ধনরত্ন সঞ্গ্রহ  
ii. রাজ্যবিস্তার  
iii. যুদ্ধ দমন  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
১৪৮. ইলিয়াস শাহ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন— (অনুধাবন)
- i. শাহ-ই-বাজালা  
ii. শাহ-ই-বাঙালি  
iii. বিদ্রোহী বাঙালি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
১৪৯. যুদ্ধবিগ্রহ ও স্বাধীনতা রবায় নিজেদের দবতার পরিচয় দিয়েছেন— (অনুধাবন)
- i. ইলিয়াস শাহ  
ii. সিকান্দার শাহ  
iii. আযম শাহ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii
১৫০. গিয়াসউদ্দিন কবি সাহিত্যিকদের— (অনুধাবন)
- i. শ্রদ্ধা করতেন  
ii. সমাদর করতেন  
iii. সম্মান করতেন  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

চাঁদপুরের হাজীগঞ্জের ছেলে মেহেদি। নামের মিল দেখে সে মধ্যযুগীয় বাংলার হাজিপুর শহর পরিদর্শনে আগ্রহী হয়ে উঠে।

১৫১. মেহেদি বাংলার কোন শাসকের স্মৃতিবিজড়িত স্থান পরিদর্শনে আগ্রহী? (প্রয়োগ)
- ইলিয়াস শাহ Ⓑ সিকান্দার শাহ  
Ⓒ আযম শাহ Ⓓ গিয়াস শাহ

১৫২. উক্ত শাসকের শাসনামল ছিল— (উচ্চতর দর্শন)
- i. শান্তিপূর্ণ  
ii. শৃঙ্খলাপূর্ণ  
iii. হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষে ভরা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

- ➔ রাজা গণেশ ও হাবসি শাসন ➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৫
- গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তার

At a Glance

- পুত্র— সাইফুদ্দিন হামজা শাহ।
- সাইফুদ্দিন হামজা শাহ নিহত হন— ক্রীতদাস শিহাবুদ্দিনের হাতে।
- 'শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ'-এর মৃত্যুর পর বমতায় আসেন— অভিজাত রাজা গণেশ।
- গণেশ সিংহাসনে বসেন— ২ বার।
- ইসলামি ধর্মে দীর্ঘতায় গণেশের পুত্র— যদু।
- পাণ্ডুয়া হতে গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন— জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহ।
- বাংলার সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ— ১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ।
- রাজা গণেশ মৃত্যুবরণ করেন— ১৪১৮ সালে।
- ইব্রাহিম শরীফ ছিলেন— জৌনপুরের সুলতান।
- শামসুদ্দিন আহমদ শাহ নিহত হন— ক্রীতদাস সাদি খান ও নাসির খানের হাতে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৩. রাজা গণেশের ইচ্ছা ছিল Z দের পরাজিত করে বমতা দখল করা। এখানে Z বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? (প্রয়োগ)
- Ⓐ হিন্দুদের ● মুসলমানদের  
Ⓑ বৌদ্ধদের Ⓓ খ্রিষ্টানদের
১৫৪. রাজা গণেশ কতবার বাংলার সিংহাসনে বসেন? (জ্ঞান)
- ২ Ⓑ ৩  
Ⓒ ৪ Ⓓ ৫
১৫৫. রাজা গণেশ কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার বমতা দখল করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৪১৩ ● ১৪১৫  
Ⓑ ১৪১৭ Ⓓ ১৪২০
১৫৬. গণেশ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৪১৬ ● ১৪১৮  
Ⓑ ১৪২০ Ⓓ ১৪২২

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫৭. রাজা গণেশ চাকরি নিয়েই শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন— (অনুধাবন)
- i. হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ii. মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য  
iii. মুসা খানকে পরাজিত করার জন্য  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓑ ii ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৮ ও ১৫৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা ঘটে মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মধ্যযুগ পুরোটাতেই বাংলায় মুসলিমদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরই মাঝে ব্যতিক্রম ১৪১৫-১৪১৮।

১৫৮. ব্যতিক্রম সময়টিতে শাসনকর্তা কে ছিলেন? (প্রয়োগ)
- গণেশ Ⓑ যুদ্ধ Ⓒ মহেন্দ্র দেব Ⓓ মহেশ
১৫৯. উক্ত সময়কাল সম্পর্কে প্রযোজ্য— (উচ্চতর দর্শন)
- i. জালালউদ্দিন মাহমুদ বমতা দখলের অপেক্ষায় ছিলেন  
ii. স্থায়ী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা  
iii. ইব্রাহিম শরীফের বারংবার বাংলা আক্রমণ  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

### ➔ পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৬

At a Glance

- শামসুদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন— ক্রীতদাস নাসির খান।
- নাসির খানের মৃত্যুর পর বাংলার সিংহাসনে বসেন— নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ।
- নাসির উদ্দিন ছিলেন একজন— দর ও ন্যায়পরায়ণ শাসক।
- বরবক শাহেব নিয়োগকৃত হাবসি ক্রতিদাসের সংখ্যা— ৮০০০।
- সুলতান রবকনুদ্দিন বরবক শাহ ছিলেন একজন— মহাপণ্ডিত।
- 'আল ফাজিল' ও আল-কামিল উপাধি দুটি পাওয়া যায়— রবকনুদ্দিন বরবক শাহে শিলালিপিতে।
- 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে' মহাকাব্যটির রচয়িতা ছিলেন— মালাধর বসু।
- রামায়নের রচয়িতা কৃষ্ণিবাস ওসনা— বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা পান।

- একজন উদার ও অসাম্প্রদায়িক নরপতি ছিলেন— সুলতান রবকনুদ্দিন বরবক শাহ।
- গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে বিরাট ও সুদূর তোরণটি নির্মাণ করেন— বরবক শাহ।
- বরবক শাহ পরলোক গমন করেন— ১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬০. বরবক শাহ চট্টগ্রাম পুনরবস্থার করেন। এতে কোন বৈশিষ্ট্য লব করা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
- Ⓐ যোগ্যতা ● দৰতা Ⓔ নম্রতা Ⓕ ভদ্রতা
১৬১. কে সর্বপ্রথম অসংখ্য হাবসি কৃতদাস সংগ্রহ করেন? (জ্ঞান)
- বরবক শাহ Ⓔ ইলিয়াস শাহ
- Ⓐ সিকান্দার শাহ Ⓕ আজম শাহ
১৬২. বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন কোন কবি? (জ্ঞান)
- Ⓐ বিপ্রদাস ● বাসুদেব
- Ⓐ বিজয় গুপ্ত Ⓕ কবীন্দ্র পরমেশ্বর
১৬৩. সিকান্দার শাহকে অপসারণ করা হয় কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ তিনি মূর্খ ছিলেন Ⓔ তিনি অযোগ্য শাসক ছিলেন
- অসুস্থ ছিলেন Ⓕ অত্যাচারী ছিলেন
১৬৪. হাবসি ক্রীতদাসরা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল কেন? (অনুধাবন)
- প্রতাপ হারানোর ভয়ে Ⓔ অত্যাচারের ভয়ে
- Ⓐ নির্বাচনের ভয়ে Ⓕ প্রাণ বাঁচাতে
১৬৫. সুলতান শাহজাদা ফতেহ শাহকে হত্যা করার পিছনে কোন কারণটি বিদ্যমান বলে মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
- Ⓐ ফতেহ শাহ সং পিতা ছিলেন ● ক্রীতদাসদের প্রলোভনের কারণে
- Ⓐ ফতেহ শাহ অত্যাচারী ছিল Ⓕ ফতেহ শাহ অযোগ্য শাসক ছিল
১৬৬. ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বশেষ শাসক কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ বরবক শাহ Ⓔ আযম শাহ
- Ⓐ সিকান্দার শাহ ● ফতেহ শাহ
১৬৭. ইলিয়াস শাহী বংশের পতন হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
- Ⓐ সিকান্দার শাহকে হত্যার মাধ্যমে
- Ⓐ ইলিয়াস শাহকে হত্যার মাধ্যমে
- Ⓐ বরবক শাহকে হত্যার মাধ্যমে
- ফতেহ শাহকে হত্যার মাধ্যমে

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬৮. বরবক শাহ-ই-প্রথম— (অনুধাবন)
- i. হাবসি ক্রীতদাস সংগ্রহ করেন
- ii. ক্রীতদাসদের সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন
- iii. নির্বিচারে অভিজাতদের হত্যা করেন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓔ i ও iii Ⓐ ii ও iii Ⓕ i, ii ও iii
১৬৯. ইলিয়াস শাহী বংশের পতন ঘটে— (অনুধাবন)
- i. ইউসুফ শাহের মৃত্যুতে
- ii. ফতেহ শাহ নিহত হলে
- iii. শাহজাদার ষড়যন্ত্রে
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓔ i ও iii ● ii ও iii Ⓕ i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭০ ও ১৭১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দাখিল দরওয়াজার ছবি দেখে অস্তরা মুগ্ধ হয়। সে স্থানটি পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য বাবার কাছে বায়না ধরে। বাবা বলেন দরজাটি বর্তমানে এদেশে নয় ভারতে।

১৭০. ছবিতে অস্তরার দেখা মধ্যযুগের নিদর্শনটি কার তৈরি? (প্রয়োগ)
- Ⓐ ইলিয়াস শাহ Ⓔ ইউসুফ শাহ ● বরবক শাহ Ⓕ ফতেহ শাহ
১৭১. অস্তরার দেখা তোরণটি— (উচ্চতর দৰতা)
- i. বিরাট ii. সুন্দর

iii. উচ্চ  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii Ⓔ i ও iii Ⓐ ii ও iii Ⓕ i, ii ও iii

### হাবসি শাসন → বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৭

- বাংলায় হাবসি শাসনের সময়কাল— মাত্র ছয় বছর।
- বরবক শাহ উপাধি নিয়ে প্রথম বাংলার বমতায় বসেন— সুলতান শাহজাদা।
- হাবসি সুলতান শাহজাদা নিহত হন— সেনাপতি মালিক আন্দিলের হাতে।
- শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের গৌরবময় রাজত্বকাল— ১৪৮৭-১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ।
- অত্যাচারী ও হত্যাকারী হিসেবে কুখ্যাতি ছিল— শামসুদ্দিন মোবারক শাহের।
- বাংলায় হাবসি শাসনের অবসান ঘটে— মোবারক শাহের মৃত্যুর পর।
- সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ মারা যান— ১৪৯০ সালে।
- শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর বমতায় আসেন— দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ।

At a Glance

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭২. হাবসি শাসনের স্থায়ীত্বকাল কত? (জ্ঞান)
- Ⓐ চার বছর Ⓔ পাঁচ বছর ● ছয় বছর Ⓕ সাত বছর
১৭৩. মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ অযোগ্য শাসক ছিলেন Ⓔ আরামপ্রিয় শাসক ছিলেন
- Ⓐ তাকে সবাই পছন্দ করত না ● অত্যাচারী শাসক ছিলেন
১৭৪. হাবসি শাসনের পতন করেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ বরবক শাহ Ⓔ ফতেহ শাহ
- Ⓐ মাহমুদ শাহ ● সৈয়দ হুসেন

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৫. বাংলার হাবসি শাসনের স্থায়িত্ব— (অনুধাবন)
- i. ছয় বছর
- ii. ১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ
- iii. অন্যায়ের পরিপূর্ণ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓔ i ও iii Ⓐ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৭৬. হাবসি সুলতানদের মধ্যে ছিল— (অনুধাবন)
- i. সুলতান শাহজাদা
- ii. মালিক আন্দিল
- iii. মুজাফফর শাহ
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓔ i ও iii Ⓐ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭৭ ও ১৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসে দুইজন বরবক শাহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুই শাসনকর্তার কৃতিত্বে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য।

১৭৭. অনুচ্ছেদের নামের সাথে জড়িয়ে আছে কোন বংশের নাম? (জ্ঞান)
- হাবসি বংশ Ⓔ হোসেন শাহী বংশ
- Ⓐ কররাণি বংশ Ⓕ শূর বংশ
১৭৮. কাল বিবেচনায় অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় শাসনকর্তা হলেন— (উচ্চতর দৰতা)
- i. সুলতান শাহজাদা
- ii. হাবসি নেতা
- iii. মালিক আন্দিলের হাতে নিহত
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓔ i ও iii Ⓐ ii ও iii ● i, ii ও iii

### হোসেন শাহী বংশ → বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৬৮

- বাংলার গৌরবময় যুগ হোসেন শাহী আমলের স্থায়ীত্বকাল— ১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ।

At a Glance

- হোসেন শাহী যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান— আলাউদ্দিন হোসেন শাহ।
- আলাউদ্দিন হোসেন শাহের নির্দেশে প্রাণ হারান— ১২ হাজার হাবসি।
- আলাউদ্দিন হোসেন শাহী বংশের গোড়াপত্তন করেন— সৈয়দ হোসেন।
- বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটে— হোসেন শাহী আমলে।
- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বেত্রে এক উজ্জ্বল প্রচেষ্টা— সত্যপীরের আরাধনা।
- বাংলার মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগ বলা হয়— হোসেন শাহী যুগ।
- ভারতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়— নুসরত শাহের আমলে।
- গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হয়— নুসরত শাহের আমলে।
- হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান— গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৯. দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ছিলেন খলজি সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তার সাথে বাংলার কোন সুলতানের মিল পাওয়া যায়? (প্রয়োগ)
- Ⓐ ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ Ⓑ শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ  
● আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ● নুসরত শাহ
১৮০. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের বমতারোহণের পূর্বে সাম্রাজ্যের অবস্থা কেমন ছিল? (অনুধাবন)
- অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ● সেনাবাহিনী কর্তৃক শাসিত  
Ⓐ শান্তি ও শৃঙ্খল ● সমৃদ্ধ
১৮১. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল কেন? (অনুধাবন)
- হাবসি গোষ্ঠীর দুঃশাসনে ● অর্থনৈতিক দুরাবস্থায়  
Ⓐ বমতার অপব্যবহারে ● দুর্নীতির প্রসারে
১৮২. সুলতানদের হত্যার পেছনে কারা ভূমিকা পালন করত? (জ্ঞান)
- Ⓐ পাইক বাহিনী ● হাবসি গোষ্ঠী  
Ⓐ ইংরেজ জাতি ● বহিরাগত শত্রু
১৮৩. পাইক বাহিনীর বমতা বিনাশ করেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ বরবক শাহ ● ঈশা খাঁ  
● আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ● বাহাদুর শাহ
১৮৪. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের নির্দেশে কত হাজার হাবসিকে হত্যা করা হয়? (অনুধাবন)
- Ⓐ ৯ Ⓑ ১০ Ⓒ ১১ ● ১২
১৮৫. কে গৌড় রাজ্যের নিকটবর্তী এক জায়গায় রাজধানী স্থানান্তর করেন? (জ্ঞান)
- আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ● নুসরত শাহ  
Ⓐ বরবক শাহ ● মুজাফফর শাহ
১৮৬. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সকল কর্মচারীকে বরখাস্ত করেন কেন? (অনুধাবন)
- Ⓐ দুর্নীতির কারণে ● নীচ বংশজাত অত্যাচারী হওয়ায়  
Ⓐ কাজের অযোগ্য হওয়ায় ● স্বজনপ্রীতির কারণে
১৮৭. রূ পম ইতিহাস পড়ে জানতে পারল এক সুলতান কামরূ প ও কামতা জয় করে উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও জয় করেন। রূ পমের পঠিত সুলতানের নাম কী? (জ্ঞান)
- Ⓐ শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ ● সুলতান বরবক শাহ  
● আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ● সাইফুদ্দিন ফিরবজ শাহ
১৮৮. রাজ্যে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনেক খানকাহ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ ● নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ  
Ⓐ শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ ● আলাউদ্দিন হুসেন শাহ
১৮৯. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কত বছর রাজত্ব করেন? (জ্ঞান)
- ২৬ Ⓑ ২৭ Ⓒ ২৮ ● ২৯  
Ⓐ ২৮ Ⓑ ২৯
১৯০. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৫১৮ ● ১৫১৯  
Ⓐ ১৫২০ ● ১৫২১
১৯১. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর বমতায় বসেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ ● নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহ  
● নুসরত শাহ ● আদিল শাহ

১৯২. নুসরত শাহের শাসনামলে বাংলা অভিযানে সৈন্য পাঠান কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ আদিল শাহ ● হুসেন শাহ  
Ⓐ হুমায়ুন ● বাবর
১৯৩. নুসরত শাহ জনগণের প্রতি সহনশীল ও সহৃদয় ছিলেন। তিনি প্রজাদের পানিকষ্ট নিবারণের জন্য রাজ্যের বহুস্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন। এর ফলাফল কী হয়েছিল? (জ্ঞান)
- তিনি প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় হয়েছিলেন  
Ⓐ তিনি অর্থের অনেক অপচয় করেছিলেন  
Ⓐ তিনি বার বার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন  
Ⓐ তিনি বিশাল এক সংবর্ধনা পেয়েছিলেন
১৯৪. গৌড়ের বিখ্যাত ‘কদম রসূল’ ভবনের প্রকোষ্ঠে মঞ্চ নির্মাণ করেন কে? (জ্ঞান)
- Ⓐ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ● নুসরত শাহ  
Ⓐ মুজাফফর শাহ ● ফিরোজ শাহ
১৯৫. নুসরত শাহের সময় থেকে স্বাধীন সুলতানি যুগের পতন শুরব হয়। এর সূচনায় যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দর্পতা)
- Ⓐ দিল্লির সুলতানের সাথে তার সংঘর্ষ বেঁধে যায়  
Ⓐ পিতার কীর্তি তিনি রবা করতে পারেননি  
Ⓐ মাহমুদ শাহের সাথে তার সংঘর্ষ চরমে পৌঁছে  
● অহোম রাজ্যের সাথে বাংলার চরম সংঘর্ষ চলছিল
১৯৬. কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দুইশত বছরের সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে? (জ্ঞান)
- Ⓐ ১৫৩০ ● ১৫৩৫  
● ১৫৩৮ ● ১৫৩৯

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৭. হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন  
ii. ধর্মপ্রচারে সবরকমের সহায়তা করতেন  
iii. শাসনের জন্য জায়গির দান করেন  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৯৮. সত্যপীরের আরাধনা— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. হুসেন শাহের সময়কালীন  
ii. হুসেন শাহের পতনের মূল কারণ  
iii. হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার বেত্রে একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓑ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৯৯. হুসেন শাহের যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখক হলেন— (অনুধাবন)
- i. মালাধর বসু  
ii. পরাগল খান  
iii. যশোরাজ খান  
নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii ● i, ii ও iii
২০০. হুসেন শাহ নিষ্ঠাবান ছিলেন— (অনুধাবন)
- i. নিজ ধর্মের প্রতি  
ii. সুফী সাধকদের প্রতি  
iii. প্রজাদের প্রতি  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii ● i, ii ও iii
২০১. মুঘলগণ হুসেন শাহী যুগের শেষ দিকে বাংলা অধিকারে ব্যর্থ হয়। এর কারণ— (উচ্চতর দর্পতা)
- i. আফগানের অধীনে বাংলা ছিল  
ii. শূর খানের বিরোধিতা ছিল  
iii. মুঘলরা দুর্বল ছিল  
নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii Ⓐ i ও iii Ⓑ ii ও iii ● i, ii ও iii

### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২০২ ও ২০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাংলার হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি যুগ যুগ ধরে। এ ধারায় বাংলায় আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের। সে সময়টিও বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য।

২০২. অনুচ্ছেদের শাসনকালটি কার ছিল?

(প্রয়োগ)

- হুসেন শাহ  
● ইলিয়াস শাহ  
● বরবক শাহ  
● সিকান্দার শাহ

২০৩. উক্ত সময়ের বৈশিষ্ট্য—

(উচ্চতর দর্শন)

- i. শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব  
ii. সত্যপীরের আরাধনা  
iii. রাজার অত্যাচার  
নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii  
● i ও iii  
● ii ও iii  
● i, ii ও iii

➡ আফগান শাসন ও বারুইয়া [১৫৩৮-১৫৭৬]

খ্রিষ্টাব্দ

➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭১

At a Glance

- সমগ্র ভারতের অধিপতি হবার স্বপ্ন ছিল— আফগান নেতা শের খানের।
- গৌড়ের প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নাম দেন— জন্মাবাদ।
- শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল— সমগ্র বাংলাদেশ।
- পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়— ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে।
- শেষ আফগান শাসক দাউদ কররাণির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে— রাজমহলের যুদ্ধে।
- আফগানরা মোঘলদের হাতে পরাজিত হয়— পানিপথের যুদ্ধে।
- বারো ভূঁইয়া বলতে বোঝায়— অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদার।
- বাংলার ইতিহাসে বারো ভূঁইয়াদের আবির্ভাব হয়— ষোল-সতের দশকের মাঝামাঝি।
- ঈসা খান ধারণ করেছিলেন— ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি।
- বারো ভূঁইয়াদের দমন করে এদেশে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন— সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- ঢাকার পূর্ব নাম ছিল— জাহাঙ্গীর নগর।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২০৪. মুঘলরা বাংলার অভ্যন্তরে প্রকৃত বমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এর প্রকৃত কারণ কী?

(উচ্চতর দর্শন)

- বাংলার আফগানরা বাধা দিয়েছিল  
● বার ভূঁইয়ারা মেনে নেয় নি  
● সাধারণ মানুষেরা বাধা দিয়েছিল  
● সেনাবাহিনী দুর্বল হয়ে পড়েছিল

২০৫. মুঘলরা প্রথমদিকে বাংলায় প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয় কেন?

(অনুধাবন)

- আফগানদের কারণে  
● সুলতানদের কারণে  
● রাজাদের কারণে  
● অভিজাতদের কারণে

২০৬. সম্রাট হুমায়ুন কয় মাস গৌড়ে ছিলেন?

(জ্ঞান)

- ৩  
● ৪  
● ৫  
● ৬

২০৭. ‘শের শাহ’ কার উপাধি ছিল?

(জ্ঞান)

- শের খান  
● হুমায়ুন  
● জালাল খান  
● বাবর

২০৮. বাংলার আফগান শাসক মুহম্মদ খান শূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কখন?

(অনুধাবন)

- ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে  
● জালাল খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে  
● ঈসা খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে  
● মুসা খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

২০৯. আদিল শাহ শূরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন কেন?

(অনুধাবন)

- দখিল ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে  
● উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে  
● পশ্চিম ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে  
● পূর্ব ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে

২১০. খিজির খান কখন গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন?

(অনুধাবন)

- পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে  
● মাতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে  
● ভাইয়ের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে  
● বোনের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে

২১১. মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন কীভাবে?

(অনুধাবন)

- শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে  
● রাজনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ থাকার কারণে  
● শের শাহের অসুস্থতার কারণে  
● শের শাহের অজ্ঞতার কারণে

২১২. বাংলাবিজয়ী আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি ‘ক’ তার গতিরোধ করেন। এখানে ‘ক’ কাকে নির্দেশ করে?

(প্রয়োগ)

- খান-ই-জামান  
● গিয়াসউদ্দিন  
● বাহাদুর শাহ  
● সুজাউদ্দিন

২১৩. আফগান শাসক ‘A’ নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকব ভাবতেন। ‘A’ কাকে নির্দেশ করে?

(প্রয়োগ)

- দাউদ খান কররাণি  
● মুজাফফর  
● তাজ খান কররাণি  
● জালাল খান

২১৪. সুলায়মান খান কররাণি কত সালে বাংলার সিংহাসনে বসে?

(জ্ঞান)

- ১৫৬০  
● ১৫৬২  
● ১৫৬৩  
● ১৫৬৫

২১৫. বাংলার শেষ আফগান শাসক কে ছিলেন?

(জ্ঞান)

- দাউদ কররাণি  
● মুসা খান  
● তাজ খান কররাণি  
● খিজির খান

২১৬. আফগানরা কাদের শত্রু ছিল?

(অনুধাবন)

- বার ভূঁইয়াদের  
● নবাবদের  
● সুবেদারদের  
● মুঘলদের

২১৭. আকবর দাউদ কররাণির ওপর ক্ষুব্ধ হন কেন?

(অনুধাবন)

- স্বাধীনচেতা মনোভাবের জন্য  
● উজির লোদীকে হত্যা করার জন্য  
● আকবরের রাজত্ব আক্রমণের জন্য  
● মুনিম খানকে পরামর্শ দেয়ার জন্য

২১৮. আকবর কররাণি রাজ্য আক্রমণ করতে নির্দেশ দেন কাকে?

(অনুধাবন)

- উজির লোদীকে  
● তাজখানকে  
● মুনিম খানকে  
● সুলায়মানকে

২১৯. মুনিম খানের সাথে বন্ধুত্ব ছিল কার?

(জ্ঞান)

- দাউদ খানের  
● লোদী খানের  
● শূর খানের  
● সুলায়মান খানের

২২০. তাটি অঞ্চলের জমিদার কে ছিলেন?

(জ্ঞান)

- তাজ খান  
● দাউদ খান  
● শূরখান  
● ঈসা খান

২২১. প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করেও একজন মুঘল শাসক সমগ্র বাংলার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

(প্রয়োগ)

- সম্রাট আকবর  
● সম্রাট হুমায়ুন  
● সম্রাট বাবর  
● সম্রাট কামরান

২২২. বাংলার স্বাধীনতা রবার জন্য স্থানীয় জমিদারগণ একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এরা কী নামে পরিচিত?

(প্রয়োগ)

- সুবাদার  
● নবাব  
● বার ভূঁইয়া  
● পাঠান

২২৩. ঈসা খানের পিতার রাজধানী ছিল কোথায়?

(জ্ঞান)

- সোনারগাঁও  
● ঢাকা  
● কাতরাবু  
● লালবাগ

২২৪. ঈসা খানের মৃত্যু হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?

(জ্ঞান)

- ১৫৯৭  
● ১৫৯৮  
● ১৫৯৯  
● ১৬০০

২২৫. ইসলাম খান কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন?

(জ্ঞান)

- ১৬০৫  
● ১৬০৭  
● ১৬০৮  
● ১৬১০

২২৬. ঈসা খানের পিতার রাজধানী ছিল কোথায়?

(জ্ঞান)

- সোনারগাঁও  
● ঢাকা  
● কাতরাবু  
● লালবাগ

২২৭. ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। এর পিছনে কোন কারণটি যৌক্তিক?

(উচ্চতর দর্শন)

- রাজধানীর নিরাপত্তা  
● জমিদারদের বশীভূত করার জন্য

২২৮. ইসলাম খান কীভাবে বার ভূঁইয়াদের মোকাবিলা করেন? (অনুধাবন)
২২৯. ইসলাম খান শক্তিশালী নৌবহর গড়ে তোলেন। এর কারণ কী? (উচ্চতর দর্শন)
২৩০. বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। তাই বাংলার শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য কোনটির প্রয়োজন ছিল? (উচ্চতর দর্শন)
২৩১. অন্যান্য জমিদার সহজেই মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন কেন? (অনুধাবন)

#### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩২. বাংলাকে মুঘল অধিকারে নিয়ে আসতে চেষ্টা করেন— (প্রয়োগ)
২৩৩. ‘জান্নাতবাদ’ ছিল— (অনুধাবন)
২৩৪. ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায়— (অনুধাবন)
২৩৫. সম্রাট আকবর বাংলা আক্রমণ করেন— (অনুধাবন)
২৩৬. বাংলার বড় বড় জমিদারদের বার ভূঁইয়া বলার প্রকৃত কারণ— (অনুধাবন)
২৩৭. বাংলার বার ভূঁইয়াদের বেড়ে প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয়— (উচ্চতর দর্শন)

২৩৮. বাংলার বার ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে দমন করার উদ্দেশ্যে সুবাদার ইসলাম খান— (উচ্চতর দর্শন)
২৩৯. ইসলাম খান, মুসা খান নাম দুটি জড়িয়ে আছে— (প্রয়োগ)

#### অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪০ ও ২৪১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
বাংলায় মুঘলদের রাজত্ব নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। এতে ছেদ সৃষ্টি করেন এক বীর আফগান।
২৪০. কার আমলে অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ছেদ সৃষ্টি হয়? (প্রয়োগ)
২৪১. উক্ত সময়ে দিল্লির সিংহাসন ছিল— (উচ্চতর দর্শন)
- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৪২ ও ২৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
সোনারগাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আদিল এর ইতিহাস জানতে পারে। জানতে পারে ‘বারভূঁইয়াদের’ কথা।
২৪২. আদিল কাদের কথা জানতে পারবে? (প্রয়োগ)
২৪৩. আদিল যে সময়ের ইতিহাস জানে সেটি হচ্ছে— (উচ্চতর দর্শন)
- নিচের ছকটি লব করে ২৪৪ ও ২৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- |           |          |
|-----------|----------|
| সিলেট     | বোকাইনগর |
| নোয়াখালী | ভুলুয়া  |
২৪৪. ছকটি কাদের নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
২৪৫. ছকের সাথে জড়িত— (উচ্চতর দর্শন)
- ➡ মুঘল শাসন ➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৭৬
- সুবাদারী শাসনের স্বর্ণযুগ ছিল— সতেরো-আঠারো শতকের প্রথম দিকে।
  - সুবাদার ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলায় সুবাদারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন— ১৬১০ সালে।

- একজন সুদৰ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক ছিলেন— শায়েস্তা খান।
- মুর্শিদ কুলী খানের সর্বাধিক স্বরণীয় কীর্তি হলো— রাজস্ব সংস্কার।
- পর্তুগীজদের শক্ত হাতে দমন করেন— কাসিম খান।
- বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন— শায়েস্তা খান।
- টাকায় আট মন চাল পাওয়া যেত— শায়েস্তা খানের আমলে।
- বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের স্বর্ণযুগ বলা হয়— শায়েস্তা খানের যুগ।
- পলাশীর যুদ্ধ সংগঠিত হয়— ২৩ জুন ১৭৫৭ সালে।
- বাংলার মধ্যযুগের অবসান ঘটে— নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর।
- বগী নামে পরিচিত ছিল— মারাঠা দস্যুরা।
- স্বন্দীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করেন— আলীবর্দী খান।

### সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৪৬. বাংলায় মুঘল শাসন কয়টি পর্বে বিভক্ত? (জ্ঞান)  
 ● ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
২৪৭. নবাবি শাসন বলতে মূলত কী বোঝায়? (অনুধাবন)  
 (ক) নবাবদের শাসন (খ) যে শাসনে নবাবেরা জড়িত নয়  
 (গ) শাসনের স্বর্ণযুগ (ঘ) মুঘল শাসনের একটি ধাপ
২৪৮. মি. ‘ক’ শক্ত হাতে পর্তুগীজদের দমন করেন। ‘ক’ এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)  
 ● কাসিম খান জুয়িনী (খ) ইসলাম খান  
 (গ) জালাল খান (ঘ) মুজাফফর খান
২৪৯. শাহ সুজার শাসনামলে ইংরেজ বমতা বৃদ্ধি পায়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দর্পতা)  
 ● ইংরেজরা বাড়তি সুবিধা লাভ করেছিল  
 (খ) দুর্বল শাসক ছিলেন  
 (গ) শাহ সুজার সৈন্যসামন্ত কম ছিল  
 (ঘ) শাহসুজা অজ্ঞ ছিল
২৫০. শাহ সুজা পরাজিত হয়ে কোথায় গমন করেন? (জ্ঞান)  
 ● আরাকান (খ) ইরাক (গ) চীন (ঘ) আমেরিকা
২৫১. মীর জুমলা জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন কেন? (অনুধাবন)  
 (ক) নাসিরউদ্দিনকে দমন করার জন্য ● শাহ সুজাকে দমন করার জন্য  
 (গ) ইবনে বতুতাকে দমন করার জন্য (ঘ) মুসা খানকে দমন করার জন্য
২৫২. আগরজাজেবের মামার নাম কী? (জ্ঞান)  
 (ক) কেদার খান (খ) কুলি খান  
 (গ) ইসলাম খান (ঘ) শায়েস্তা খান
২৫৩. সুবাদার শায়েস্তা খান মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণকে রবা করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে পে উৎখাত করেন। এর ফলাফল কী দাঁড়ায়? (উচ্চতর দর্পতা)  
 ● জানমাল রবা হয় (খ) দূরদর্শিতা প্রকাশ পায়  
 (গ) শায়েস্তা খানের রাজত্ব মজবুত হয় (ঘ) পরী বিবির মৃত্যু হয়
২৫৪. শায়েস্তা খান দ্বিতীয় বারের মতো কখন বাংলার সুবাদার হন? (জ্ঞান)  
 (ক) ১৬৭৬ (খ) ১৬৭৭  
 (গ) ১৬৭৮ (ঘ) ১৬৭৯
২৫৫. লালবাগ দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন কে? (জ্ঞান)  
 (ক) ইসলাম খান (খ) শায়েস্তা খান  
 (গ) শাহজাদা আজম (ঘ) পরী বিবি
২৫৬. মুঘল সম্রাট আগরজাজেবের মৃত্যুর পর বাংলার সুবাদারগণ স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতেন কোন কারণে? (অনুধাবন)  
 ● মুঘল শাসনের দুর্বলতার কারণে (খ) সম্রাট অনুপস্থিত থাকার কারণে  
 (গ) প্রশাসন ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে (ঘ) জনগণের চাহিদার কারণে
২৫৭. নবাব মুর্শিদ কুলী খান কীসের ওপর ভিত্তি করে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন? (অনুধাবন)  
 ● ভূমি জরিপ করে  
 (খ) কৃষকদের সামর্থ্য বিবেচনা না করে  
 (গ) জমিকে একশ্রেণির কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে  
 (ঘ) বিবেচনা সাপেক্ষে

২৫৮. সরফরাজ খানের সময় বাংলায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এটি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দর্পতা)

- (ক) দুর্বল শাসক ছিলেন (খ) অত্যাচারী শাসক ছিলেন  
 (গ) অযোগ্য শাসক ছিলেন (ঘ) মূর্খ শাসক ছিলেন

২৫৯. ‘A’ নামক ব্যক্তি বাহুবলে নবাবি পদ লাভ করেন। ‘A’ এর সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)

- (ক) আলীবর্দী খান (খ) ঈসা খান (গ) শায়েস্তা খান (ঘ) মুসা খান

২৬০. আলীবর্দীর শাসনকাল কত ছিল? (জ্ঞান)

- (ক) ১৭৪০-১৭৫৬ (খ) ১৬৪০-১৬৫৬  
 (গ) ১৭৫০-১৭৬০ (ঘ) ১৭৫৫-১৭৬০

২৬১. বাংলা থেকে বর্গিদের উচ্ছেদ করেন কে? (জ্ঞান)

- (ক) আলীবর্দী খান (খ) মুকাররম খান  
 (গ) ইসলাম খান (ঘ) সুজাউদ্দিন খান

২৬২. আলীবর্দী খানের কনিষ্ঠা কন্যার নাম কী? (জ্ঞান)

- (ক) ঘষেটি বেগম (খ) মুল্লী বেগম  
 (গ) আমেনা বেগম (ঘ) জিনাত-উন-নিসা

### বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৩. মীর জুমলার মৃত্যুর পর অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন— (প্রয়োগ)

- i. দিলির খান  
 ii. দাউদ খান  
 iii. ঈসা খান

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৪. শায়েস্তা খান ছিলেন— (প্রয়োগ)

- i. সুদৰ সেনাপতি  
 ii. দূরদর্শী শাসক  
 iii. অদৰ শাসক

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৫. সুবাদার শায়েস্তা খান মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন— (প্রয়োগ)

- i. কুচবিহারে  
 ii. কামরূ পে  
 iii. ত্রিপুরায়

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৬. মুর্শিদকুলী খানের আমলে বিদেশি বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে— (অনুধাবন)

- i. চুঁচুড়া  
 ii. চন্দননগর  
 iii. গোয়াহাটি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৭. শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের বেঞ্চে— (প্রয়োগ)

- i. বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন  
 ii. বিদেশি বণিকদের অর্থ দিতেন  
 iii. বিদেশি বণিকদের সুযোগ দিতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii  
 (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৬৮. শায়েস্তা খানের নগরী ছিল— (অনুধাবন)

- i. সুরম্য অট্টালিকায় সজ্জিত  
 ii. ঢাকা  
 iii. মুর্শিদাবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii



২৬৯. শায়েস্তা খান স্মরণীয় হয়ে আছেন— (অনুধাবন)
- i. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির জন্য  
ii. কৃষিবেত্রে অভাবিত সাফল্যের জন্য  
iii. জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    ● ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
২৭০. বাংলার সুলতানি ও মুঘল আমলের শাসনব্যবস্থায় বিভিন্নবেত্রে পার্থক্য পরিলবিত হলেও যে সকল বেত্রে সাদৃশ্য ছিল— (উচ্চতর দৰতা)
- i. মুসলিম সমাজ কাঠামো স্থাপন  
ii. পোশাক-পরিচ্ছদে পরিবর্তন  
iii. স্থানীয় রীতিনীতির প্রবর্তন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii    Ⓐ i ও iii  
Ⓑ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
২৭১. নবাবি শাসন মূলত— (উচ্চতর দৰতা)
- i. মুঘল শাসনের একটি ধাপ  
ii. নবাবদের শাসন  
iii. ইংরেজদের শাসন
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i    ● ii    Ⓒ iii    Ⓓ ii ও iii
২৭২. পলাশীর যুদ্ধের আগে ইংরেজদের সাথে মীর জাফরের গোপন চুক্তির শর্ত ছিল— (অনুধাবন)
- i. নবাবদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা  
ii. মীর জাফরকে বাংলার নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসানো  
iii. চব্বিশ পরগনার জমিদারি কোম্পানিকে দেওয়া
- নিচের কোনটি সঠিক?
- i ও ii    Ⓐ i ও iii    Ⓒ ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii
২৭৩. সিরাজউদ্দৌলা যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার কারণ— (অনুধাবন)
- i. ইংরেজদের প্রবল বমতা  
ii. অদূরদর্শিতা  
iii. সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা
- নিচের কোনটি সঠিক?
- Ⓐ i ও ii    Ⓑ i ও iii    ● ii ও iii    Ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

## সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

### ■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি

আরিফ খান কর্মকুশলী হলেও শারীরিক গঠন আকর্ষণীয় না হওয়ায় কোনো জমিদার তাঁকে চাকরি দিতে চায় না। শেষ পর্যন্ত জমিদার কাসেম সাহেব তাঁকে চাকরি দেন। আরিফ খান এ সামান্য কাজে তৃপ্ত নন। তাই সে কয়েক জন সহযোগী নিয়ে ছদ্মবেশে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শ্রীপুর অতি সহজেই জয় করেন। শ্রীপুরের দুর্বল জমিদার পালিয়ে যান। আরিফ খান শ্রীপুরে নিজ ধর্ম ও শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। [স. বো. '১৬]

- ক. 'বুলগাকপুর' কথাটির অর্থ কী? ১
- খ. বার ভুঁইয়া বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. আরিফ খানের কর্মকাণ্ড মধ্যযুগের বাংলার কোন শাসকের সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত শাসকই বাংলায় প্রথম নিজ ধর্মের শাসন কায়ম করেন— বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪



১ নং প্রশ্নের উত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭৪ ও ২৭৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব 'A' এর কোনো পুত্র সন্তান না থাকায় ভ্রাতৃশুত্রকে সকল সম্পত্তি দান করেন। এতে তার স্ত্রী তাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন।

২৭৪. অনুচ্ছেদে 'A' এর সাথে কোন ব্যক্তির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

Ⓐ শায়েস্তা খান ● আলীবর্দী খান Ⓒ ইসা খান Ⓓ জালাল খান

২৭৫. অনুচ্ছেদে 'A' এর সাথে কোন আচরণের মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)

i. লোভ  
ii. হিংসা  
iii. ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii    Ⓐ i ও iii  
Ⓑ ii ও iii    Ⓒ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৭৬, ২৭৭ ও ২৭৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রূ পনগরের শেষ রাজার প্রাসাদের ভিতরে তার ঘনিষ্ঠজনেরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। প্রাসাদের এ ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগায় সেখানে বাণিজ্য করতে আসা বিদেশি বণিকরা। ফলে বণিক গোষ্ঠীর সাথে রাজার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

২৭৬. অনুচ্ছেদের রাজা বাংলার কোন নবাবের প্রতিচ্ছবি? (প্রয়োগ)

● নবাব সিরাজউদ্দৌলা Ⓐ নবাব মুর্শিদকুলী খান  
Ⓑ নবাব শায়েস্তা খান Ⓒ নবাব আলীবর্দী খান

২৭৭. উক্ত নবাবের বিরুদ্ধে প্রাসাদের ভিতরের ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে অন্যতম—

i. ঘষেটি বেগম  
ii. মীরজাফর  
iii. ফেদার রায়

নিচের কোনটি সঠিক?

Ⓐ i    ● i ও ii  
Ⓑ i ও iii    Ⓒ i, ii ও iii

২৭৮. উক্ত নবাবের পরাজয়ের ফলে— (উচ্চতর দৰতা)

i. বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়  
ii. নবাব নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে  
iii. বাংলায় মধ্যযুগের অবসান ঘটে

নিচের কোনটি সঠিক?

Ⓐ i ও ii    ● i ও iii  
Ⓑ ii ও iii    Ⓒ i, ii ও iii



ক 'বুলগাকপুর' কথাটির অর্থ বিদ্রোহের নগরী।

খ মুঘল সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নিতে পারেননি। জমিদাররা তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবিহার ছিল। স্বাধীনতা রবার জন্য তারা একজেট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এই জমিদারগণ 'বার ভুঁইয়া' নামে পরিচিত।

গ আরিফ খানের কর্মকাণ্ড মধ্যযুগের বাংলার শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজির সাথে সংগতিপূর্ণ। বখতিয়ার খলজি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন। এখানে তিনি শিহাবউদ্দিন ঘোরীর সৈন্য বিভাগে চাকরি প্রাপ্তি হয়ে ব্যর্থ হন। খাটো, লম্বা হাত ও কুৎসিত চেহারার জন্য বখতিয়ার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। এরূপ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুর্কিদের নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো। গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের দরবারে উপস্থিত হন। এবারও তিনি চাকরি

পেতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজরউদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দীনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষণের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দবিণ-পূর্ব কোণে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গীর দান করেন। এখানে বখতিয়ার তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান। ভাগবত ও ভিউলি তার শক্তিকেন্দ্র হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে তিনি মাত্র ১৭-১৮ জন সৈন্য নিয়ে লবণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দীপকে আরিফ খানের কর্মকাণ্ডেও এরূপ ধারা ও প্রভাব লব করা যায়। অর্থাৎ আরিফ খানের কর্মকাণ্ড মধ্যযুগের বাংলার শাসক বখতিয়ার খলজির সাথে সংগতিপূর্ণ।

**ঘ** উক্ত শাসক অর্থাৎ ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজিই বাংলার প্রথম নিজ ধর্মের তথা ইসলাম ধর্মের শাসন কায়েম করেন। মূলত তেরো শতকের শুরুর দিকে তুর্কি বীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। বখতিয়ার খলজির ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহার বিজয়ের সময় বাংলার শাসক ছিলেন লবণ সেন। দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক বখতিয়ার খলজিকে বিহার বিজয়ের প্রেরিতে সম্মানিত করলে বখতিয়ার নদিয়া আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ সময় বাংলার শাসক লবণ সেন নদিয়ায় অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৭ থেকে ১৮ জন সৈন্য নিয়ে লবণ সেনকে নদিয়া থেকে বিতাড়িত করেন এবং বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন। এভাবে দেখা যায় প্রাচীন বাংলায় যে শাসনপদ্ধতি চলে আসছিল সর্বপ্রথম বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে তার অবসান ঘটে এবং বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয়। ইতোপূর্বে দিল্লির মুসলিম সুলতানি শাসন কায়েম থাকলেও বখতিয়ারই বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। এ প্রেক্ষিতেই বলা সমীচীন বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তার প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে প্রথম মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল।

#### প্রশ্ন- ২ ▶▶

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি

মামার নিকট এক তরবণ চৌকস সেনাপতির রাজ্য জয়ের কাহিনী শুনছিল সৌরেন। কাহিনী অনুযায়ী শত্রু দুর্গের পথ সুরবিত দেখে তিনি প্রচলিত রাস্তায় না গিয়ে সৈন্যদলকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করে ছোট একটি দল নিয়ে পাহাড় বন জঙ্গলে ঘেরা বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হন। মাত্র কয়েকজন সৈন্য নিয়ে বণিকের বেশে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং আক্রমণ চালিয়ে দখল করে নেন।

[মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- |   |   |
|---|---|
| ক. লালবাগ কেল্লা কে নির্মাণ করেন?   | ১ |
| খ. বাংলায় মধ্যযুগের অবসান ঘটে কীভাবে?  | ২ |
| গ. উদ্দীপকের সেনাপতির যুদ্ধ কৌশল তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের সাথে সজাতপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।       | ৩ |
| ঘ. উক্ত বীর সেনাপতি জয় করা এলাকায় শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করতে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে কর? মতামত দাও। | ৪ |

#### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করেন সুবাদার শায়েস্তা খান।

**খ** নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে বসার পর থেকেই ইংরেজরা তার বিরোধিতা করতে থাকে। এদিকে প্রাসাদের ভিতরের ষড়যন্ত্রের সুযোগও তারা গ্রহণ করে। অবশেষে, ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে নবাবের। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং একই সাথে বাংলার মধ্য যুগেরও অবসান ঘটে।

**গ** উদ্দীপকে সেনাপতির যুদ্ধ কৌশল আমার পাঠ্যপুস্তকের বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজির যুদ্ধ কৌশলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার পরের বছর নবদ্বীপ বা নদিয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলার রাজা লবণ সেন নদিয়ায় অবস্থান করছিলেন। গৌড় ছিল তার রাজধানী, আর নদিয়া ছিল তার দ্বিতীয় রাজধানী। উদ্দীপকের সেনাপতির সদৃশ বখতিয়ার খলজি বণিকের ছদ্মবেশে নগরীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছান। রাজা লক্ষণ সেন তাদেরকে অশ্ব ব্যবসায়ী মনে করে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেয়। কিন্তু এ ক্ষুদ্রদল রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে হঠাৎ তরবার উন্মুক্ত করে প্রাসাদ রবীদের হত্যা করে। অকস্মাৎ এ আক্রমণে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রাসাদ অরবিত রেখে সকলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বখতিয়ারের দ্বিতীয় দল নগরের মধ্যে এবং তৃতীয় দল তোরণ-দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। সমস্ত নগরী তখন প্রায় অবরুদ্ধ। অল্পকালের মধ্যে বখতিয়ার খলজির পশ্চাৎগামী অবশিষ্ট সৈন্যদলও এসে উপস্থিত হলো। বিনা বাধায় নদিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে সৌরেন বখতিয়ার খলজির যুদ্ধ কৌশলের সাদৃশ্যপূর্ণ যুদ্ধ কৌশলের গল্প শোনে।

**ঘ** উক্ত বীর সেনাপতি তথা বঙ্গ বিজয়ী মুসলিম বীর ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম শাসন সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে প্রথম মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল (১২০৪-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)। রাজ্য জয় করেই বখতিয়ার খলজি বাস্তব ছিলেন না। বিজিত অঞ্চলে তার শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তার শাসনকালে বহু মাদরাসা, মক্তব, মসজিদ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল।

#### প্রশ্ন- ৩ ▶▶

গিয়াসউদ্দিন ইউজ খলজি

শাসক হিসেবে রউফের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল সবখানে। তিনি তার রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে যথেষ্ট সচেতন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি রাজধানীকে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে স্থানান্তর করেন। তিনি রাজ্য সম্প্রসারণের জন্য অশ্বারোহী বাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেন।

[হকিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- |  |   |
|--|---|
| ক. ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে দেবকোটের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন কে?       | ১ |
| খ. বখতিয়ার নদিয়া ত্যাগ করে লবণাবতীর দিকে অগ্রসর হন কেন? ব্যাখ্যা কর। | ২ |
| গ. শাসক রউফের সাথে পাঠ্যপুস্তকের যে শাসকের মিল                         |   |

- রয়েছে তার শাসনের ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. তুমি কি মনে কর রউফের মতো এক শাসক শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? মতামতের পবে যুক্তি দাও। ৪

### ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে দেবকোটের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি।

**খ** বখতিয়ার যখন বাংলা জয় করেন তখন বাংলার প্রথম রাজধানী ছিল লবণাবতী (গৌড়)। বখতিয়ার বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়া সর্বপ্রথম দখল করেন এবং রাজা লক্ষ্মণ সেন সেখান থেকে পাগিয়ে গেলে তিনি নদীয়া ত্যাগ করে লবণাবতীর দিকে অগ্রসর হন। লবণাবতী অধিকার করে তিনি সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন।

**গ** শাসক রউফের সাথে পাঠ্যপুস্তকের শাসক সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজির মিল রয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলায় মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট হতে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন। রাজধানীর প্রতিরবা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। উদ্দীপকের শাসক রউফও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে রাজধানী নদী তীরবর্তী অঞ্চলে স্থানান্তর করেন। তাছাড়া ইওয়াজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পবে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওয়াজ খলজিই নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। উদ্দীপকের শাসক রউফও এমন করেছিলেন।

**ঘ** আমি মনে করি রউফের মতো এক শাসক তথা সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইওয়াজ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের জুমা মসজিদ এবং আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তার আমলে মধ্যাশিয়া হতে বহু মুসলিম সুফী ও সৈয়দ তার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এসব সুফী ও সুধীগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাদের আগমন ও ইওয়াজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলিম শিবা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

### প্রশ্ন- ৪ ▶▶

ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ

মীর্জা সুলতান নামে একজন ব্যক্তি 'X' নামক স্থানে শাসনকর্তার কর্মচারী ছিলেন। ঐ শাসকের মৃত্যুর পরে মীর্জা সুলতান উক্ত স্থানের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন।

[মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক কে? ১
- খ. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কারণগুলো চিহ্নিত কর। ২
- গ. উদ্দীপকের মীর্জা সুলতানের সাথে মধ্যযুগের কোন মুসলিম শাসকের সাথে তুলনা করা যায়? বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. উক্ত মুসলিম শাসককে কি বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়? মতামত দাও। ৪

### ৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্য।

**খ** ঐতিহাসিকগণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের বেশ কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। যেমন : ১. প্রাসাদের ভিতর ষড়যন্ত্র; ২. নিকটাত্মীয়দের চক্রান্ত; ৩. নবাবের অদূরদর্শিতা; ৪. সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা; ও ৫. ইংরেজদের চতুরতা।

**গ** উদ্দীপকের মীর্জা সুলতানের সাথে মধ্যযুগের বাংলার সোনারগাঁওয়ের শাসক ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের তুলনা করা যায়। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরবক ছিলেন 'ফখরা' নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ' নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। উদ্দীপকেও দেখা যায়, মীর্জা সুলতান এমন উপায়েই 'X' স্থানে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়েও সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের। সুতরাং মীর্জা সুলতানের সাথে মধ্যযুগের মুসলিম শাসক ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের তুলনা করা যায়।

**ঘ** উক্ত মুসলিম শাসক তথা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহকে আমি বাংলার স্বাধীন সালতানাতের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মনে করি না। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ সোনারগাঁওয়ের অধিপতি হন। ধীরে ধীরে রাজ্য সীমা বিস্তৃত হয়। কিন্তু পুরো বাংলা তার অধিকারে আসেনি। পরবর্তীতে তার পুত্র রাজত্ব করছিলেন যার নাম ছিল গাজী শাহ। এই গাজী শাহকে পরাজিত করে সমগ্র বাংলার স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকারের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। সোনারগাঁও ও সাতগাঁও তখনও তার শাসনের বাইরে ছিল। ইলিয়াস শাহের স্বপ্ন ছিল সমগ্র বাংলার অধিপতি হওয়া। তিনি প্রথম দৃষ্টি দেন পশ্চিম বাংলার দিকে। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সাতগাঁও তার অধিকারে আসে। ইখতিয়ার উদ্দিন গাজী শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এ ইলিয়াস শাহের হাতে পরাজিত হন। সোনারগাঁও দখলের মাধ্যমে সমগ্র বাংলার অধিকার সম্পন্ন হয়। তাই বলা হয়, ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে। আমি এ ব্যাপারে একমত।

### প্রশ্ন- ৫ ▶▶

ইলিয়াস শাহ

আক্কেলপুর অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান কদম আলী বেশ জনপ্রিয়। তার এলাকায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বসবাস। তিনি নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে অন্য ধর্মের লোকদেরকেও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। তার এ ধর্মীয় উদারতার ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়।

[খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

- ক. মুর্শিদ কুলী খানের মেয়ের নাম কী? ১
- খ. বার ভূঁইয়াদের নামগুলো লেখ। ২
- গ. শাসক হিসেবে কদম আলীর সাথে ইলিয়াস শাহের সাদৃশ্য বর্ণনা কর। ৩
- ঘ. আক্কেলপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রবার পেছনে কদম আলীর বিচরণতা মূলত ইলিয়াস শাহের বিচরণতার প্রতিচ্ছবি- উক্তির পবে যুক্তি দাও। ৪

### ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুর্শিদ কুলী খানের মেয়ের নাম জিনাত-উন-নিসা।



**খ** বার ভূঁইয়াদের উল্লেখযোগ্য নামগুলো হলো : ১. ঈসা খান ও মুসা খান; ২. চাঁদ রায় ও কদার রায়; ৩. বাহাদুর গাজী; ৪. সেনা গাজী; ৫. ওসমান খান; ৬. বীর হামির; ৭. লবণ মাণিক্য; ৮. পরমানন্দ রায়; ৯. বিনোদ রায়, মধু রায়; ১০. মুকুন্দরাম, সত্রজিৎ ও ১১. রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র।

**গ** শাসক হিসেবে কদম আলীর সাথে ইলিয়াস শাহের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকের কদম আলী বেশ জনপ্রিয় নির্বাচিত চেয়ারম্যান।

শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচরণ ও জনপ্রিয়। তার শাসনামলে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকের কদম আলীর এলাকায়ও হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলিমদের মধ্যে তার ধর্মীয় উদারতার কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়। হাজিপুর নামক একটি শহর ইলিয়াস শাহ নির্মাণ করেছিলেন। ফিরেজাবাদের বিরাট হাম্মামখানা তিনিই নির্মাণ করেন। এ আমলে স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি ফকির-দরবেশদের খুব শ্রদ্ধা করতেন।

**ঘ** সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রবার পেছনে কদম আলীর বিচরণতা মূলত ইলিয়াস শাহের বিচরণতার প্রতিচ্ছবি-উক্তিটির সাথে আমি একমত পোষণ করি। কারণ শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচরণ ও জনপ্রিয়। তার শাসনামলে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। উদ্দীপকের কদম আলী বাংলার মধ্যযুগের স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস শাহের মতোই বিচরণ। কদম আলী আক্কেলপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রবায় সমর্থ হন। ইলিয়াস শাহ মূলত বিচরণতার কারণেই ধর্মীয় উদারতার পরিচয় দেন এবং নিজে মুসলমান হয়েও যোগ্যতা অনুসারে অন্য ধর্মের লোকদের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দেন। তার এ ধরনের বিচরণতা মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ সব ধর্মের মানুষের মধ্যে তার প্রতি আশ্বাস সৃষ্টি করে। ইলিয়াস শাহের ন্যায় কদম আলীর বিচরণতা ও তার এলাকা আক্কেলপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রবায় সমর্থ হয় যা অত্যন্ত যৌক্তিক।

**প্রশ্ন- ৬ ▶▶**

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

বরাকপুর রাজ্যের রাজা ইসরাত শাহ তার রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি মুসলমানদের পাশাপাশি যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরকেও রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেন। শাসনকার্য পরিচালনায় তার কাছে জাতি ও ধর্ম বড় কথা নয়। তিনি তার দেশের শিবা, সাহিত্য ও ভাষার উন্নয়নেও অসামান্য অবদান রাখেন। এ জন্য দেশের লোক তাকে খুব ভালোবাসে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ কুমিল্লা সেনানিবাস]

- ক. বুলগাকপুর অর্থ কী? ১
- খ. ইলিয়াস শাহকে ‘শাহ-ই-বাঙালিয়ান’ বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা ইসরাত মধ্যযুগে বাংলার যে স্বাধীন সুলতান দ্বারা অনুপ্রাণিত তার প্রশাসনিক বিচরণতার পরিচয় দাও। ৩
- ঘ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে উক্ত সুলতানের অবদান পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

**৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বুলগাকপুর অর্থ বিদ্রোহের নগরী।

**খ** ইলিয়াস শাহ লখনৌতির শাসক হিসেবে বঙ্গা অধিকার করলেও তিনি দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন। এ

সময় হতেই বাংলার সকল অঞ্চলের অধিবাসী ‘বাঙালি’ বলে পরিচিত হয়। এ কারণে যথার্থভাবেই ইলিয়াস শাহ ‘শাহ-ই-বাঙালি’ ও ‘শাহ-ই-বাঙালিয়ান’ উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজা ইসরাত শাহ মধ্যযুগে বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইসরাত শাহের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে সমান সুযোগ প্রদান ও সাহিত্য ও ভাষার উন্নয়নে অবদান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অনুপ্রেরণারই ফল। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ বাংলায় হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই সাথে প্রশাসনিক দরবার স্বাভাবিক রেখেছেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। শাসনব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচরণতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজার জন্য রাজ্য জয়ই শেষ কথা নয় যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজাপালনের বেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেননি। হিন্দু ও মুসলমান-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা তার লব্য ছিল। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শাহের উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের বেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল।

**ঘ** বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে উক্ত সুলতান তথা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের অসামান্য অবদান আজও স্মরণীয়। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তার উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন। এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, পরাগল খান ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাদের নিরলস সাহিত্যকীর্তি বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ে মালাধর বসু ‘শ্রীমদ্ভগবৎ’ ও ‘পুরাণ’ এবং পরমেশ্বর ‘মহাভারত’ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।

**■ মাস্টার ট্রেনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর**

**প্রশ্ন- ৭ ▶▶**

রাজা গণেশ

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন বন্ধু মিলে সোনারগাঁওয়ে বেড়াতে গেলাম। সেখানে পুরনো ইতিহাস ঐতিহ্য দেখে জানা গেল এখানেই একজন বিখ্যাত শাসক ছিলেন যিনি দিল্লির অধীনতাকে অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে বাংলাকে শাসন করেছিলেন তিনি ছিলেন শাহী বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি বাংলাকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করলেও তার বংশধর দ্বারা নিযুক্ত ও বিশ্বস্ত অভিজাত হিন্দু কর্মচারী তার বংশধরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করেন এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন।

- ক. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১
- খ. ফখরুদ্দিন মুবারক শাহকে স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনাকারী বলা হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের হিন্দু কর্মচারী দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? তার ক্ষমতা দখল বাংলার ইতিহাসকে কীভাবে প্রভাবিত করে? ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ‘স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছিলেন’ বলে কোন শাসকের মূল্যায়ন করা হয়েছে? যুক্তি দাও। ৪

### ৭ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে।
- খ** ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যুর পর তার বর্মরক্ষক ‘ফখরা’ নামের একজন রাজ কর্মচারী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ নাম ধারণ করে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এভাবেই বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়।
- গ** উদ্দীপকের হিন্দু অভিজাত কর্মচারী দ্বারা রাজা গণেশকে বোঝানো হয়েছে। ১৪১৪ খ্রিষ্টাব্দে শিহাবুদ্দিন বায়েজিদ শাহ ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হওয়ার সুযোগে হিন্দু অভিজাত রাজা গণেশ বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। মাঝখানে কিছু সময় তার ছেলে যদুর হাতে ক্ষমতা থাকলেও ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে ছেলে ধর্মাস্ত্রিত হওয়ার কারণে তাকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতা দখল করেন। বাংলার মুসলমানদের দু’শ বছরের স্বাধীন সুলতানি আমলের ইতিহাসে ছেদ ঘটান রাজা গণেশ। তিনি ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালের মধ্যবর্তী সময়ে অল্প কিছু সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বাংলার ইতিহাসে মুসলিম শাসনের যখন স্বর্ণযুগ চলছিল, তখন সেই শাসনে বিরতি দিয়ে সাময়িকভাবে হিন্দুশাসন প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। রাজা গণেশের শাসন একটি চাঞ্চল্যকর অধ্যায়ের সূচনা করে এবং বাংলার ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন হয়।

**ঘ** উদ্দীপকে স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করেছিলেন বলে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে বোঝানো হয়েছে। বাংলার স্বাধীন সুলতানি আমলের ইতিহাসে হাজী শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইলিয়াস শাহী বংশ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহ ছিলেন এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। হাজী ইলিয়াস ১৩৪১ খ্রিষ্টাব্দে আলী শাহকে পরাজিত ও নিহত করে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নাম ধারণ করে ফিরোজাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময় তিনি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। তিনি সাতগাঁও, নেপাল এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশ জয় করেন। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সোনারগাঁও দখল করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বাংলা দখল করেন।

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ। এ কারণেই দিল্লির ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফীফ ইলিয়াস শাহকে ‘শাহ-ই-বাজালা’ ও ‘শাহ-ই-বাজালিয়ান’ বলে উল্লেখ করেন। তিনি একজন দক্ষ ও যোগ্য শাসক ছিলেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে মেনে নেন এবং তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

### প্রশ্ন- ৮ ▶▶

সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ

আলী আজম খান ছিলেন তার বংশের শেষ সুলতান। পিতা ও পিতামহের ন্যায় যুদ্ধ না করেও তিনি তাদের গড়া বিশাল রাজত্বকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তার ন্যায়বিচারের কাহিনী আছে। তার রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম কোনো বাঙালি মুসলিম কবির প্রকাশ ঘটে। মুসলিম শিবির জন্য তিনি বিভিন্ন পদবেশ নেন।

- ক.** শের শাহ কাকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন? ১
- খ.** গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা দাও। ২
- গ.** উদ্দীপকে বর্ণিত আজম খানের রাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন

তোমার পাঠ্য বই এর কোন ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

**ঘ.** ভূমি কি মনে কর মুসলিম শিবা ও সংস্কৃতি বিকাশে উক্ত ব্যক্তির অবদান অসামান্য? যুক্তি দাও। ৪

### ৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শের শাহ মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে বাংলা দখল করেন।

**খ** নৌবাহিনী গঠন ও রাস্তাঘাট মেরামত করে প্রতিরবা ব্যবস্থার উন্নয়নের পর ইওজ খলজি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজারা, যেমন : কামরূ প, উড়িষ্যা, বঙ্গ (দবিণ-পূর্ব বাংলা) এবং ত্রিহুতের রাজারা-তার নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হন। লখনৌতির দবিণ সীমান্তের লখনোর শহর শত্রুর কবলে পড়লে তাও পুনরবস্থার করেন। তাছাড়াও আব্বাসীয় খলিফা আল-নাসিরের স্বীকৃতিপত্র লাভ তার বিচরণ রাজনৈতিক সাফল্যের পরিচয় বহন করে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আজম খানের রাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন আমার পাঠ্য বইয়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ এর কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে। সুলতান সিকান্দার শাহ-এর মৃত্যুর পর তার পুত্র গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি কোনো যুদ্ধে না জড়ালেও পিতা ও পিতামহের গড়া বিশাল রাজত্বকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। জৌনপুরের রাজা খান জাহানের সাথে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। এছাড়াও চীনা সম্রাট ইয়াংলো তার দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন। আর তিনি ছিলেন একজন ন্যায় বিচারক। রিয়াজ-উস-সালাতীন গ্রন্থে তার ন্যায়বিচারের এক অতি উজ্জ্বল কাহিনী বর্ণিত আছে। উদ্দীপকে বর্ণিত আযম খানের কর্মের সাথে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কর্মকাণ্ড সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, আযম খানের পররাষ্ট্র নীতির প্রতিফলন আমার পাঠ্য বইয়ের গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে আলী আজম শাহের কর্মে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কর্মের প্রতিফলন পাওয়া যায়। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ বাংলার মুসলিম শিবা ও সংস্কৃতি বিকাশে অসামান্য অবদান রেখেছেন বলে আমি মনে করি। সুপন্ডিত হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবি সাহিত্যিকগণকে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কাব্যরসিক ছিলেন এবং নিজেও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করেন। পারস্যের কবি হাফিজের সাথে তার পত্রালাপ হতো। আর তার রাজত্বকালেই প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর ‘ইউছুফ-জুলেখা’ কাব্য রচনা করেন। তার রাজত্বকালেই বিখ্যাত সুফীসাধক কুতুব-উল-আলম পাণ্ডুয়ায় আস্তানা গাড়েন। এখান হতেই তিনি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম প্রচার করে বেড়াতেন। ধর্মনিষ্ঠ সুলতানের নিকট থেকে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করেছিলেন। পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম শিবা ও সংস্কৃতির বিকাশে পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ বঙ্গের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে রয়েছেন।

### প্রশ্ন- ৯ ▶▶

সুলতান রবকনউদ্দিনের সমরনীতি, শিবা ও সংস্কৃতি

রাষ্ট্র বমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সুলতান শাহ আবু হানি একটি সতন্ত্র সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি অসংখ্য নীচ বংশজাত লোককে তার সেনাবাহিনী ও রাজ প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। নিয়োগকৃত এসব নীচ বংশজাত লোকদের ষড়যন্ত্রের ফলেই তার বংশের শাসনের পতন ঘটে।

- ক.** বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয় কত খ্রিষ্টাব্দে? ১
- খ.** শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ইওজ খলজির ভূমিকা কী ছিল? ২
- গ.** উদ্দীপকটি মধ্যযুগের কোন মুসলিম শাসকের সামরিক

- নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত মুসলিম শাসক শিবা ও সংস্কৃতির বিকাশে কী কী  
পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে।  
**খ** ইওজ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের জুমা মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তার সময়ে মধ্য এশিয়া হতে বহু মুসলিম সুফী ও সৈয়দ তার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জায়গির ও বৃত্তি প্রদান করে তাদের সহায়তা করা হয়। তাদের আগমনে এবং ইওজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলিম শিবা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

**গ** উদ্দীপকটি মধ্যযুগের মুসলিম শাসক রবকনউদ্দিন বরবক শাহের সামরিক নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূলত ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র রবকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি শাসন বমতায় আরোহণ করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন। এ লব্ধে তিনি আবিসিনীয় ক্রীতদাসদের সমন্বয়ে একটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। এছাড়াও তিনি এই আবিসিনীয় (হাবসি) ক্রীতদাসদের রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। নিয়োগকৃত এ হাবসি ক্রীতদাসের সংখ্যা ছিল আট হাজার। এই হাবসি ক্রীতদাসরাই পরবর্তীতে তার সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ ডেকে নিয়ে আসে। উক্ত উদ্দীপকে তার সামরিক নীতির প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

**ঘ** উদ্দীপকের সুলতান শাহ আবু হানির কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহ শিবা ও সংস্কৃতি বিকাশের অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন মহাপন্ডিত ছিলেন। তিনি শিবাষেত্রে সর্বোচ্চ উপাধি ‘আল ফাজিল’ ও ‘আল কামিল’ লাভ করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তি তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ সময়ে বৃহস্পতি মিশ্র গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভব টীকা, রঘুবংশ টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস বরবক শাহের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তার আমলে চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। শিবা ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলি বিবেচনা করলে বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে বরবক শাহকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

### প্রশ্ন- ১০ ▶▶

যদু সেন ও কুতুব-উল নূর আলম

নারায়ণগঞ্জের একটি বিখ্যাত জমিদার বংশ ‘ক’। দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনভাবে শাসন করছেন। এই জমিদার পরিবার মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের লোকদের উচ্চপদে নিয়োগ দিতেন। কিন্তু তাদের এই অসাম্প্রদায়িক আচরণের সুযোগ নিয়ে হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিজেই সমস্ত জমিদারি দখল করে নেন। এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান সাধকদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। এতে সেখানকার একজন বিখ্যাত সাধক পাশের দেশের একজন বিখ্যাত ধর্মপ্রাণ শাসককে আমন্ত্রণ জানান তার এই অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। পরবর্তীতে ঐ হিন্দু কর্মচারীর ছেলে ইসলাম গ্রহণ করে ও জমিদারি পায়।

- ক. রাজা গণেশের পুত্রের পূর্ব নাম কী ছিল? ১  
খ. রাজা গণেশের বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল  
সম্পর্কে লেখ। ২  
গ. উদ্দীপকে হিন্দু কর্মচারীর পুত্রের ইসলাম গ্রহণের সাথে  
বাংলার ইতিহাসের কোন ব্যক্তির মিল পাওয়া যায়?  
ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত সাধক ইলিয়াস শাহী বংশের  
শাসন আমলের কোন সাধকের চরিত্র বহন করে বলে

তুমি মনে কর? যুক্তি দ্বারা বুঝিয়ে দাও। ৪

### ১০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** রাজা গণেশের পুত্রের পূর্ব নাম ছিল যদু সেন।

**খ** ইলিয়াস শাহী বংশের শাসক গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তার ছেলে সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এ সময় অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।

১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রীতদাস শাহাবউদ্দিন প্রভু সাইফুদ্দিনকে হত্যা করে ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৪১৪-১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনিও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হলে এ সুযোগে হিন্দু অভিজাত রাজা গণেশ বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

**গ** উদ্দীপকের হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পুত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সাথে রাজা গণেশের পুত্র যদু সেনের ইসলাম গ্রহণের মিল পাওয়া যায়। উদ্দীপকে হিন্দু কর্মচারীর ন্যায় অভিজাতদের ষড়যন্ত্রের সুযোগ নিয়ে রাজা গণেশ বাংলার ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর থেকেই তিনি হিন্দু শক্তিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার দিকে দৃষ্টি দেন। এজন্য তিনি ক্ষমতায় বসেই অনেক মুসলিমকে চাকরিচ্যুত করেন এবং অনেক সুফী সাধককে হত্যা করেন। এমতাবস্থায় মুসলমানদের রক্ষার জন্য দরবেশ নূর কুতুব-উল আলম জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে ইব্রাহিম শর্কি সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হন। রাজা গণেশ ভয় পেয়ে যান। ভীত রাজা দরবেশ নূর কুতুব-উল আলমের সাথে আপস করেন। আপসের শর্তানুযায়ী রাজা গণেশের পুত্র যদু সেন ইসলাম গ্রহণ করে জালালউদ্দিন নাম ধারণ করেন। মূলত জালালউদ্দিনের ইসলাম গ্রহণের পেছনে কাজ করেছিল রাজা গণেশের নিজেকে রক্ষা করা ও স্বার্থ হাসিল করা।

**ঘ** উদ্দীপকে নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত সাধক ইলিয়াস শাহী শাসন আমলের সাধক ও দরবেশ নূর কুতুব-উল আলমের চরিত্র বহন করে। নূর কুতুব-উল আলম গণেশের দুঃশাসনের সময় ইসলামকে রক্ষা ও মুসলিমদের হারানো শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মৃত্যুর পর তার পুত্র সাইফুদ্দিন সিংহাসনে বসলে অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে তিনি ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রীতদাস শাহাবউদ্দিন কর্তৃক নিহত হন। শাহাবউদ্দিন নিজেকে শাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত করার মাত্র দুই বছর পর ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হলে গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের উচ্চপদস্থ অমাত্য রাজা গণেশ অনেক সুফী সাধককে হত্যা করলে দরবেশ কুতুব-উল আলম জৈনপুরের শাসক ইব্রাহিম শর্কির নিকট সাহায্য কামনা করেন। উদ্দীপকে নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত সাধকও পাশের দেশের একজন শাসককে হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে আমন্ত্রণ জানান। ইব্রাহিম শর্কি সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে রাজা গণেশ পুত্র যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করার বিনিময়ে নূর কুতুব-উল আলমের সাথে আপস করেন। তাই বলা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের বিখ্যাত সাধকের অনুরূপ চরিত্রের শায়খ নূর কুতুব-উল আলমই বাংলায় হারানো মুসলিম শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

### প্রশ্ন- ১১ ▶▶

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ

সোনাপুর গ্রামে মাসুদুর রহমান জোর করে গ্রামের মাতব্বর হন। কিন্তু তার অযোগ্যতা ও দুঃশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে খান বংশের জনাব শরিফউদ্দিন নামক একজন নতুন মাতব্বরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তার পূর্বের মাতব্বরের সূচি অস্থির ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশকে শান্ত করেন। মাসুদুরের নিয়োজিত লাঠিয়াল বাহিনীর বমতাকে বিনাশ করেন। পূর্বের মাতব্বর যেখানে বসে মাতব্বরি করতেন সেই স্থান পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করেন। তিনি একাধারে ২৬ বছর মাতব্বরি করেন।





- ক. হুসেন শাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের নাম কী? ১  
খ. আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ক্ষমতা গ্রহণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ২  
গ. উদ্দীপকের সোনাপুরে মাতব্বর শরিফউদ্দিনের সাথে হুসেন শাহী বংশের কোন শাসকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকের শরিফউদ্দিনের সফল মাতব্বরের ন্যায় উক্ত শাসকের ২৬ বছরের রাজত্বকাল ছিল কৃতিত্বপূর্ণ— বিষয়টি কি সঠিক? মতামত দাও। ৪

### ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** হুসেন শাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের নাম আলাউদ্দিন হুসেন শাহ।

**খ** বাংলায় হাবসি শাসন চলাকালীন সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খলায় তরে গিয়েছিল। অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে এ বংশের চারজন শাসককেই আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এরূপ গোলযোগপূর্ণ অবস্থায় দেশের শাসনভার গ্রহণ করে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ দেশকে রক্ষা করেন। তাই আলাউদ্দিন হুসেন শাহের ক্ষমতা গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

**গ** উদ্দীপকের সোনাপুরের মাতব্বর জনাব শরিফউদ্দিনের সাথে হোসেন শাহী বংশের আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মিল পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব হতে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। যেমন উদ্দীপকে শরিফউদ্দিন গ্রামের শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেন। হাবসি গোষ্ঠীর দুঃশাসনের ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। সিংহাসন লাভের পর হুসেন শাহ হাবসিদের এরূপ কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা তার আদেশ অমান্য করলে তিনি তাদের হত্যার আদেশ দেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল দেহরবী পাইক বাহিনীর বমতার বিনাশ। এ পাইক বাহিনী রাজপ্রাসাদের সকল ঘড়বস্ত্রের মূলে কাজ করত। উদ্দীপকে শরিফউদ্দিনও তার পূর্ববর্তী মাসুদুরের লাঠিয়াল বাহিনীর বমতা বিনাশ করেন। গৌড় রাজ্যের নিকটবর্তী এক জায়গায় তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহও বাংলায় ২৬ বছর রাজত্ব করেন। সুতরাং সোনাপুরের মাতব্বর শরিফউদ্দিনের সাথে হুসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মিল পাওয়া যায়।

**ঘ** উদ্দীপকের শরিফউদ্দিনের দীর্ঘ ২৬ বছর মাতব্বরের দায়িত্ব পালন শাসক আলাউদ্দিনের ন্যায় কৃতিত্বপূর্ণ। হাবসি শাসনের উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। তার প্রতিষ্ঠিত বংশ হুসেন শাহী বংশ নামে পরিচিত। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন এ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। তার রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল। হুসেন শাহ কৃতিত্বের সাথে ২৬ বছর রাজত্ব করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ, অত্যাচার ও অনাচারের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তিনি রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। তার শাসনামলে বাংলার রাজ্যসীমা সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও তিনি দখল করেন। তিনি আরাকানিদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম দখল করেন। এ সময় দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদী বাংলা আক্রমণ করলে তিনি তা প্রতিহত করেন। তিনি তার বিশাল রাজ্যে সর্বকম নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তেমনি সোনাপুরের শরিফ উদ্দীনও তার কাজের জন্য শ্রেষ্ঠ মাতব্বরের খ্যাতি অর্জন করেন।

**প্রশ্ন- ১২ ▶▶** নুসরাত শাহের জনহিতকরণ কার্যাবলি ও স্থাপত্য কীর্তি

জন তার বন্ধুর দেশে বেড়াতে গিয়ে লব করেন যে, পানি সরবরাহের জন্য রাজ্যের নানা স্থানে অসংখ্য গভীর ও অগভীর নূলকূপ বসানো হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি জনকে বিম্বিত করে। তবে স্থাপত্যকীর্তি জনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেনি।



- ক. শের শাহ বাংলা দখল করেন কত সালে? ১  
খ. সুবাদারি ও নবাবি শাসন বলতে কী বোঝ? ২  
গ. উদ্দীপকটি সুলতান নুসরত শাহের কর্মকাণ্ডের সাথে যে দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকটি সুলতান নুসরত শাহের স্থাপত্যকীর্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ-বক্তব্যের যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

### ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** শেরশাহ বাংলা দখল করেন ১৫৪০ সালে।

**খ** সুবাদারি ও নবাবি শাসন হলো বাংলায় মুঘল শাসনের দু'টি পর্ব। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। আর বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম যুগ। সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময় বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতেন। মুঘল আমলের এই যুগ 'নবাবি আমল' নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকটি সুলতান নুসরত শাহের জনহিতকর কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুলতান নুসরত শাহ তার সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল এবং সুহৃদয়। তিনি বহু স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন। বাগেরহাটের মিঠা পুকুর আজও তার কীর্তি ঘোষণা করছে। নুসরত শাহের মানবিক গুণাবলি তাকে তার প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছিল। হিন্দুও তার রাজ্যে সুবিচার লাভ করত। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি এ সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ বেধে তিনি তার পিতার কৃতিত্বকে অশ্রবণ রেখেছিলেন। তদুপ প উদ্দীপকেও আমরা লব করি, জন তার বন্ধুর দেশে বেড়াতে গিয়ে দেখে যে, পানি সরবরাহের জন্য রাজ্যের নানা স্থানে অসংখ্য গভীর ও অগভীর নূলকূপ বসানো হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমানদের সম্প্রীতি জনকে বিম্বিত করে। এ কর্মকাণ্ডগুলো আমরা নুসরত শাহের জনহিতকর কাজের মাঝেও দেখতে পাই।

**ঘ** উদ্দীপকে যে স্থাপত্যকীর্তির কথা বলা হয়েছে তা সুলতান নুসরত শাহের স্থাপত্য কীর্তির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। সুলতান নুসরত শাহের শাসনকালে বহু স্থাপত্যকীর্তি, শিল্প ও সংস্কৃতির বেধে তার উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বহন করে। গৌড়ের বিখ্যাত কদম রসুল ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। তার উপর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পদচিহ্ন সম্বলিত কারবকার্য খচিত মর্মর বেদি বসানো হয়। গৌড়ের বিখ্যাত বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারী মসজিদ তার আমলের কীর্তি। এছাড়াও নুসরত শাহ গৌড়ের অদূরে পিতার সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বর্ধমান জেলার মজলকোট নগরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এছাড়াও তিনি রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে দুটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তার মহান কার্যসমূহের মধ্যে আরও একটি নিদর্শন হলো সাদুলরাপুরে মহান আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজউদ্দিনের গৌরবময় মাজারের ভিত্তি। উদ্দীপকে দেখা যায় স্থাপত্য নিদর্শন জনসমাজে মুগ্ধ করতে পারেনি। তাই বলা যায় উদ্দীপকের স্থাপত্যশৈলী সুলতান নুসরত শাহের অবদানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

**প্রশ্ন- ১৩ ▶▶**

বার ভূঁইয়া

বাঙালিরা কখনই পরাধীনতার শৃঙ্খল মেনে নিতে চায়নি। মুঘল আমলেও সম্রাট 'ক' যখন বাংলাকে নিজেদের অধীনে নিয়ে আসার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তখন বাংলার ভূস্বামীরা তাদেরকে প্রাণপণ বাধা প্রদান করেছিলেন। তাদের এই বাধা প্রাথমিকভাবে সফলতাও বয়ে এনেছিল। বাংলাকে নিজেদের দখলে আনতে মুঘল সম্রাটদের এই ভূস্বামীদের দেওয়ালসম বাধার কারণে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।



- ক. বার ভূঁইয়া কারা? ১  
খ. কেন সম্রাট আকবর বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনা করেছিলেন? ২

- গ. উদ্দীপকের ভূস্বামী দ্বারা কাদের বোঝানো হয়েছে?  
প্রাথমিক নেতা কীভাবে মুঘল রাজকীয় বাহিনীকে  
প্রতিরোধ করেছিলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ভূস্বামীদের মধ্যে সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী কে বলে  
তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মুঘল শাসনের প্রথমদিকে বাংলার যেসব বড় বড় জমিদার মুঘলদের অধীনতা না মেনে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় একজোট হয়েছিলেন— ইতিহাসে তারা ই সম্মিলিতভাবে বার ভূঁইয়া’ নামে পরিচিত।

**খ** সম্রাট আকবরের শাসনামলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চল মুঘল শাসনাধীনে এলেও তিনি সমগ্র বাংলার ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এ সময় বাংলার জমিদাররা স্বাধীনভাবে জমিদারি চালাতে থাকলে মুঘল সম্রাট বার ভূঁইয়াদের পরাজিত করে বাংলায় নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই বার ভূঁইয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালনা করেছিলেন।

**গ** উদ্দীপকের ভূস্বামী দ্বারা বাংলার বার ভূঁইয়াদের বোঝানো হয়েছে। বাংলার জমিদাররা ছিলেন স্বাধীনচেতা। প্রথমদিকে বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান। তিনি সোনারগাঁওয়ের জমিদার ছিলেন এবং আফগান কররাণি বংশের অনুগত ছিলেন। এসময় ভাওয়ালে গাজী পরিবার ছাড়াও ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে অনন্তমানিক্য, রাজা প্রতাপাদিত্য, কন্দপ রায়ের মতো শক্তিশালী জমিদাররা জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বাধীনচেতা এ জমিদারগণ মুঘল শাসন মেনে না নিলে মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খান, ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সাদিক খান, ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে উজির খান ও ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। ঈসা খান ও অন্য জমিদারদের সাথে বহুবার যুদ্ধ হলেও মুঘলরা তাদের পরাজিত করতে পারেননি। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খান বার ভূঁইয়াদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

**ঘ** উদ্দীপকের ভূস্বামীদের মধ্যে ঈসা খানকে আমি সর্বাধিক কৃতিত্বের অধিকারী মনে করি। সম্রাট আকবরের শাসনামলে এ জমিদারদের সাথে মুঘল রাজকীয় বাহিনীর অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আর আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে বার ভূঁইয়া নেতা ঈসা খানের নেতৃত্বেই মূলত মুঘল রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিল। কেননা একজন স্বাধীনচেতা ও কররাণি বংশের অনুগত জমিদার হিসেবে তিনি মুঘল আধিপত্য মেনে নেননি। অন্যদিকে তিনি মুঘল রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিরোধের জন্য অন্য জমিদারদের সাথে মিলে যৌথবাহিনী গঠন করেন। এর ফলে জঙ্গলগড়ের যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে মুঘল রাজকীয় বাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিল। আর মুঘল সেনাপতি মানসিংহ ও ঈসা খানের মধ্যকার যুদ্ধের কথা সর্বজনবিদিত। এ যুদ্ধে মানসিংহ পরাজিত হলে সম্রাট আকবর যতদিন জীবিত ছিলেন অপর কোনো অভিযান চালনা করেননি। অন্যদিকে ঈসা খান মৃত্যু হলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ইসলাম খান বার ভূঁইয়াদের দমন করে বাংলা দখল করে নিয়েছিলেন। তাই বলা যায় যে, ঈসা খানের নেতৃত্বেই মুঘল রাজকীয় বাহিনীকে প্রতিরোধ করেছিল। মূলত ঈসা খান মুঘল বাহিনীর হাত থেকে বাংলার স্বাধীনতাকে রবা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিলেন।

### প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

লালবাগ কেল্লা

রনি, জনি, বু পম, বন্ধুরা মিলে পুরান ঢাকার একটি মুঘলস্থাপত্য দেখতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তারা স্থাপনাটি দেখে মুগ্ধ হলেন। স্থাপনাটির সাথে পরীবিবির স্মৃতিজড়িত। তারা আলোচনা করলেন আহা মুঘলদের সময় আর নবাবদের সময় কি সুন্দর স্থাপনাশিল্প ছিল।

এখনকার সাথে তখনকার স্থাপনার কোনো মিলই নেই। ওই সময়কার স্থাপনার মধ্যে আলাদা সৌন্দর্য বিদ্যমান।

- ক.** সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী জমিদার ছিলেন কে? ১
- খ.** বার ভূঁইয়া বলতে কী বোঝ? ২
- গ.** উদ্দীপকের বন্ধুরা কোন স্থাপনাটি দেখতে গিয়েছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ.** উদ্দীপকে উল্লিখিত সময়ে বাংলায় স্থাপনা শিল্পের বিকাশের কোনো চিত্র পাওয়া যায় কি? পাঠ্যবইয়ের আলোকে উপস্থাপন কর। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সোনারগাঁওয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী জমিদার ছিলেন ঈসা খান।

**খ** মুঘল সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। বাংলার বড় বড় জমিদাররা মুঘলদের অধীনতা মেনে নিতে পারেননি। জমিদাররা তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবাহার ছিল। স্বাধীনতা রবার জন্য তারা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে জমিদারগণ ‘বার ভূঁইয়া’ নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকের বন্ধুরা পুরান ঢাকার বিখ্যাত মুঘলস্থাপত্য ‘লালবাগ কেল্লা’ স্থাপনাটি দেখতে গিয়েছিল। লালবাগ কেল্লা স্থাপনাটি স্থাপন করা হয়েছে মুঘল শাসনের অধীনে বাংলার সুবাদারি শাসনামলে। এটি স্থাপন করেছেন বিখ্যাত সুবাদার শায়েস্তা খান। গুরুত্বপূর্ণ ও মনোরম ছিল এই কেল্লা। এটি বাংলাদেশের মুঘল আমলের একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। পুরান ঢাকার লালবাগে কেল্লা অবস্থিত বলে এর নাম ‘লালবাগ কেল্লা’। প্রথমে এই স্থাপনার নাম ছিল আওরঙ্গাবাস। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজম খান ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার সুবেদারের বাসস্থান হিসেবে এই দুর্গের নির্মাণ কাজ করেন। কিন্তু তিনি নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না করে দিল্লিতে ফিরে যান। এরপরে নবাব শায়েস্তা খান ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে এসে এর কাজ পুনরায় শুরব করেন। তবে শায়েস্তা খানের কন্যা পরীবিবির মৃত্যুর পর ১৬৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এখানে দরবার হল ও মসজিদের ঠিক মাঝখানে পরীবিবিকে সমাহিত করা হয়। উদ্দীপকে পরীবিবির স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা হচ্ছে— পরীবিবির সমাধি। এছাড়া কেল্লার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে দরবার হল ও হাম্মামখানা, উত্তর পশ্চিমাংশে শাহী মসজিদ, দর্বিণ—পূর্বাংশে সুদৃশ্য ফটক এবং দর্বিণ দেয়ালের ছাদের ওপর বাগান। সুতরাং উদ্দীপকের বন্ধুরা লালবাগ কেল্লা দেখতে গিয়েছিল।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত লালবাগ কেল্লা স্থাপনাটি মুঘল যুগের সুবাদার ও নবাবি আমলকে নির্দেশ করে। মুঘল যুগে বাংলার সুবাদার ও নবাবগণ স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সুবাদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় বিভিন্ন মসজিদ, সুরম্য অট্টালিকা, স্মৃতিসৌধ, মাজার, দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হয় যেগুলো স্থাপত্যশিল্পের চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। সুবাদারি ও নবাবি আমলের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে আছে ঢাকার বড় কাটরা, ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, পরী বিবির মাজার, সাতগঞ্জ মসজিদ, হোসেনী দালান, চকবাজার মসজিদ ইত্যাদি। বাংলায় নবাবি আমলেও বহু ইমারত নির্মিত হয়। বিখ্যাত জিনজিরা প্রাসাদ তাদেরই কীর্তি। নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় মুর্শিদাবাদেও বহু ইমারত নির্মিত হয়। তিনি একটি কাটরা ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। চেহেলসেতুন নামে একটি প্রাসাদও তার আমলে তৈরি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মুঘল আমলে বাংলার সুবাদার ও নবাবগণ স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় তখন যে সমস্ত স্থাপত্য নির্মিত হয় অন্য সময়ে তার তুলনা মেলা ভার। স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে তারা যে অনন্য অবদান রেখেছেন তার নিদর্শন বহুকাল অব্যাহত থাকবে। তাই আলোচ্য বক্তব্যটি অবশ্যই গ্রহণযোগ্য এবং বাস্তবিক।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

সুবাদার শাসনামল

সুবাদার	শাসনামল
ইসলাম খান	
ইসলাম খান চিশতি	
ইব্রাহিম খান ফতেহ	
কাশিম খান জুয়িনী	
ইসলাম খান মাসহাদী	
শাহসুজা	
মীরজুমলা	
শায়েস্তা খান	

- ক. শাহসুজা কত সালে পরাজিত হন? ১  
খ. কাশিম খান জুয়িনী পর্তুগিজদের কীভাবে দমন করেন? ২  
গ. উপরের চারটি পূরণ কর। ৩  
ঘ. উপরের চারটির শেষ সুবাদারের শাসনামল মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. শাহসুজা ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে পরাজিত হন।

খ. সম্রাট শাহজাহান রমতা গ্রহণ করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে কাশিম খান জুয়িনীকে নিয়োগ করেন ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে। হুসেন শাহী যুগ হতেই বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাশিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

গ. উপরের চারটি নিচে পূরণ করা হলো :

সুবাদার ইসলাম খান	১৬১০-১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার ইসলাম খান চিশতি	১৬১৭-১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার কাশিম খান জুয়িনী	১৬২৮-১৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদী	১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার শাহসুজা	১৬৩৯-১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার মীরজুমলা	১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।
সুবাদার শায়েস্তা খান	১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন।

ঘ. উপরের চার্টে শেষ সুবাদার হচ্ছেন সুবাদার শায়েস্তা খান। শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদর সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানী জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়।

তার ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারের শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের রমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খান তার শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কার্যাবলির জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তার সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও

কৃষিবিদ্যে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার সময়ে দ্রব্যমূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

পলাশীর যুদ্ধ

টুরসের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জীবনে একটি বড় পরাজয়ের ঘটনা। স্পেনের মুসলমানরা যদি টুরসের যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারত তবে মুসলমানরা ইউরোপে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারত। তেমনি ভারতবর্ষে ইংরেজরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারত না যদি না বাংলার কিছু সেনাপতি সৈন্যদের মধ্যে একাত্মবোধের ও দেশপ্রেমের অভাব না ঘটত। আর নিজ দেশ ও জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার চরম নজির না স্থাপন করত।

- ক. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? ১  
খ. পলাশীর যুদ্ধে ফরাসিরা সিরাজের পক্ষে লড়েছিল কেন? ২  
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ভারতবর্ষের যুদ্ধ মধ্যযুগের অবসান ঘটায়- ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'ভারতবর্ষে মুঘল সম্রাট থাকার সত্ত্বেও উক্ত যুদ্ধে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়।' তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সংঘটিত হয়েছিল।

খ. ইংরেজদের মতো ফরাসিরাও ভারতবর্ষে এসেছিল ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষে চন্দননগরে বাণিজ্যকূটি স্থাপনের পর থেকেই তারা ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যকার দীর্ঘদিনের শত্রুতার ধারা অব্যাহত রাখে। বাংলা তথা ভারতবর্ষে একক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে এবং পূর্ব শত্রুতার কারণে শুধু ইংরেজদের শায়েস্তা করার জন্যই ফরাসিরা নবাব সিরাজের পক্ষে পলাশীর যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের অবসান ঘটে। বাংলার নবাব আলীবর্দী খান তার কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আলীবর্দীর প্রথম কন্যা ঘসেটি বেগমের ইচ্ছে ছিল তার দ্বিতীয় ভগ্নির পুত্র শওকত জঙ্গ নবাব হবেন। ফলে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কয়েকজন অভিজাতের সমর্থন লাভ করেন ঘসেটি বেগম। এদের মধ্যে রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, মীরজাফর, উমিটান, রাজবল্লভ প্রমুখের নাম করা যায়। প্রাসাদের ভেতর এ ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগায় বাংলায় বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর ইংরেজ বণিকরা। ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তারা হাত মেলায়। অবশেষে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে নবাবের। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মীরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। উদ্দীপকে এ অবস্থারই ইঙ্গিত রয়েছে। ফলে অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশীর যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর একই সাথে বাংলার মধ্য যুগেরও অবসান ঘটে।

ঘ. বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্বে মুঘল সম্রাটের রাজত্ব ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দ্রুতবর্তী সুবাগলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেননি। ফলে, এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলী খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি নামমাত্র সম্রাটের আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং বার্ষিক ১ কোটি ৩ লাখ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদ কুলী খানের পর তার জামাতা সুজাউদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে বাংলার সুবাদারি বংশগত হয়ে পড়ে। আর এরই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার স্বাধীন শাসন।



নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় থেকেই বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাকে বলা হতো ‘নিজামত’ আর সুবাদারের বদলে পদবি হয় ‘নাজিম’। নাজিম পদটি হয়ে পড়ে বংশগত। সুবাদার বা নাজিমগণ বাংলার সিংহাসনে বসে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে শুধু একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই, আঠারো শতকের বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত। আর প্রায় স্বাধীন শাসকগণ পরিচিত হন ‘নবাব’ হিসেবে। এ ধারায় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। তাই উদ্দীপকে নির্দেশিত পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনে বাংলা তার স্বাধীনতা হারায়। এ পর্যায়ে বাংলা তথা গোটা ভারতবর্ষেই ইংরেজ শাসনের সূচনা ঘটে। বাংলার স্বাধীনতা হারানো তাই ইতিহাসে আরও বেশি তাৎপর্যময় হয়।

### ■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১৭ ▶▶

গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সাথে ইলতুতমিশের বিরোধ

গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সঙ্গে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের বিরোধের কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে আরিফ বেশ কিছু কারণ চিহ্নিত করে। যথা :

১. গিয়াসউদ্দিন খলজির লখনৌতে প্রতিপত্তি বিস্তার।
২. ইওজ খলজির পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা।
৩. ইওজ খলজির পূর্ববঙ্গ আক্রমণের সিদ্ধান্ত।
৪. ইলতুতমিশের জাহাজ ইওজ খলজির লোকজন কর্তৃক ছিনতাই।
৫. ইলতুতমিশকে চাঁদা না দেওয়া।

- ক. বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন কে? ১
- খ. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নৌবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন কেন? ২
- গ. গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সঙ্গে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের বিরোধের কারণ চিহ্নিত করতে গিয়ে আরিফের ভুল ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. আরিফের চিহ্নিত তিন কারণ সম্পর্কে মতামত দাও। ৪

### — ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর —

**ক** বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন বখতিয়ার খলজি।

**খ** বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজিই সর্বপ্রথম শক্তিশালী নৌবাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শক্তিশালী নৌবাহিনী ছাড়া নদীমাতৃক বাংলায় অশ্বারোহী বাহিনী দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। প্রতিরবা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে বাংলায় মুসলমান শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌবাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া নদী তীরে নৌবাহিনী গড়ে তোলাও সহজতর হবে। ফলে ইওজ খলজি এ উদ্যোগ নেন।

**গ** গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির সঙ্গে দিল্লির সুলতান ইলতুতমিশের বিরোধের যে কারণ আরিফ চিহ্নিত করেছে তার মধ্যে প্রথম উল্লিখিত তিনটি কারণ যথার্থ। কিন্তু পরবর্তীতে যে দুটি কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মনগড়া। পাঠ্যবইয়ে ইওজ খলজি কর্তৃক জাহাজ ছিনতাই বা চাঁদা না দেওয়ার কোনো কথা উল্লেখ নেই। আরিফ প্রথম তিনটি কারণ উল্লেখ করেই শেষ করতে পারত। কেননা উক্ত কারণগুলোই মূলত ইলতুতমিশের সাথে ইওজ খলজির বিরোধের কারণ ছিল।

**ঘ** গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির পূর্ব বাংলা আক্রমণের সিদ্ধান্তে কোনোক্রমেই সঠিক ছিল না বলে আমি মনে করি। যেহেতু ইওজ খলজি জানতেন যে ইলতুতমিশ আবার বাংলা আক্রমণ করতে পারেন তাই লখনৌতিকে প্রায় অরবিত রেখে তার পূর্ব বাংলা আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত হয়নি। ইওজ খলজির পূর্ববঙ্গ আক্রমণের খবর পেয়ে ইলতুতমিশ তার পুত্র নাসিরউদ্দিনকে লখনৌতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। মূলত এখানে

ইলতুতমিশ ঝোঁপ বুঝে কোপ মারতে সর্বম হন। নাসিরউদ্দিনের আক্রমণের ফলে ইওজ খলজি পরাজিত ও বন্দি হন। পরে তাকে হত্যা করা হয়। এভাবে বঙ্গদেশ পুরোপুরি দিল্লির সুলতানের অধিকারে আসে।

প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

রবকনউদ্দিন বরবক শাহের রাজ্য কিতর ও স্থাপত্য নির্মাণ এক শিবা সংস্কৃতি

শিবক ছাত্রদের সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের কোন পদবেশ রাজ্যের জন্য হিতকর ছিল তা অনুসন্ধান করতে বলেন। মেধাবী ছাত্র সেলিম রেজা সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের কার্যাবলির অনুসন্ধান করে কতকগুলো বিষয় তুলে ধরেন। বিষয়গুলো হলো : ক. রাজ্য বিস্তার, খ. শিবা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, গ. স্থাপত্য নির্মাণ।

- ক. বাংলায় মধ্যযুগের অবসান ঘটে কখন? ১
- খ. আলীবর্দী খান কীভাবে বাংলায় শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন? ২
- গ. সেলিম রেজা সুলতান রবকনউদ্দিন বরবকের রাজ্য বিস্তারের যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন পাঠ্যবইয়ের আলোকে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সেলিম রেজার উল্লিখিত শিবা, সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের বেত্রে সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের পদবেশগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

### — ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর —

**ক** বাংলায় মধ্যযুগের অবসান ঘটে পলাশী যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে।

**খ** সফরজাকে পরাজিত করে আলীবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন। এ সময় বর্গী নামে পরিচিত মারাঠি দস্যুরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আলীবর্দী খান দশ বছর প্রতিরোধ করে বর্গীদের দেশ ছাড়া করতে সর্বম হয়েছিলেন। আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহ করলে তিনি শক্তহাতে তা দমন করেন। এ সময় ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যিক তৎপরতা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামরিক শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। আলীবর্দী খান তাদের অপতৎপরতা রোধ করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

**গ** সেলিম রেজা অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের একটি কৃতিত্ব হিসেবে রাজ্য বিস্তারের কথা উল্লেখ করে। ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তার পুত্র রবকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার রাজত্বকাল থেকেই বরবক শাহ শাসক হিসেবে দবতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি হলেন সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা। তার রাজত্বকালে বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। বরবক শাহের সাথে কামরূ প রাজ্যের সংঘর্ষের কথা জানা যায়। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছিল তা সঠিক বলা যায় না। গঙ্গা নদীর উত্তরাংশ তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগলপুর তার শাসনকালে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। কিন্তু মুন্সেরের পশ্চিমে অবস্থিত জেলাগুলো জৌনপুরের শাসনকর্তা মাহমুদ শর্কির অধীনে ছিল। তার সময়ে এ অঞ্চল জয় করা হয় বলে মনে হয়। চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে গোলযোগ ছিল। বরবক শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে এটি আরাকান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। কিন্তু শেষ দিকে বরবক শাহ এটি পুনরুদ্ধার করেন। তিনি দশ দিকেও তার রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন।

**ঘ** সেলিম রেজার তালিকায় সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের কৃতিত্বের মাঝে শিবা, সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থাপত্য নির্মাণ স্থান পেয়েছে। সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তার বিভিন্ন শিলালিপিতে নিজ নামে এবং বিভিন্ন রাজকীয় উপাধির সঙ্গে ‘আল-ফাজিল’ ও ‘আল-কামিল’ এ দুটি উপাধির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, বরবক শাহ শিবারেত্রে সর্বোচ্চ উপাধি

লাভ করেছিলেন। তিনি শুধু পন্ডিতই ছিলেন না, তিনি বিদ্যা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই বিদ্বান ও পন্ডিত ব্যক্তি তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। বৃহস্পতি মিশ্র ছিলেন গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়’ নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু এ সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ছিলেন। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস বরবক শাহের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাসুদেবও সম্ভবত বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সেই সময়ের মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারবকী, আমীর জয়েনউদ্দিন হারাভী, আমীর শিহাবউদ্দিন কিরমানী ও মনসুর শিরাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বরবক শাহ বিভিন্নভাবে কবি ও সাহিত্যিকদের সাহায্য করেছিলেন। এ দিক দিয়ে বরবক শাহের ন্যায় উদার মনোভাবাপন্ন শাসক শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দুর্লভ।

#### প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

বার ভূঁইয়া

বার ভূঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
১. ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ।
২. চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
৩. বাহাদুর গাজী	ভাওয়াল
৪. সোনা গাজী	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
৫. ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)

- ক. কোন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়? ১
- খ. বাংলার রাজস্ব সংস্কারে মুর্শিদকুলী খানের কৃতিত্ব কী ছিল? ২
- গ. তালিকায় উল্লিখিত ১নং ঘরের নেতারা ই ছিলেন বার ভূঁইয়াদের নেতা- ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. যে বার ভূঁইয়াদের নাম এসেছে তাদের মধ্য থেকে তালিকার ১নং ঘরে পরবর্তী নেতার কার্যক্রম মূল্যায়ন কর। ৪

#### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

**ক** পলাশী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

**খ** রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদ কুলী খানের সর্বাধিক অরণীয় কীর্তি। তিনি ভূমি জরিপ করে রায়তদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সাহায্যে ভূমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি ও বাণিজ্য করার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রজাদের হয়রানির কোনো সুযোগ ছিল না।

**গ** তালিকায় ১নং ঘরে ঈসা খান-এর নাম প্রথমেই এসেছে। তিনি ছিলেন বার ভূঁইয়াদের নেতা।

বার ভূঁইয়ারা দিল্লির আধিপত্য মেনে না নিয়ে নিজেরা স্বাধীনভাবে বাংলার বিভিন্ন অংশ শাসন করত। তারা বিদ্রোহ করতেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনোও প্রকার কর দিতেন না। প্রথম দিকে বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান। তার পিতার কাছ থেকেই তিনি জমিদারি পেয়েছিলেন। হুসেন শাহী বংশের অবসানের পর তার পিতা সুলায়মান খান সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। খিজিরপুর দুর্গ ছিল তার শক্তির প্রধান কেন্দ্র। পিতার প্রতিষ্ঠিত শক্তিতে ঈসা খান নিজেও আরও শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরবর্তীতে তার পুত্র মুসা খানও তা বজায় রাখেন। সুতরাং তালিকার ১নং ঘরের নেতারা ই ছিলেন বার ভূঁইয়াদের নেতা।

**ঘ** তালিকার ১নং ঘরে পরবর্তী নেতা তথা ঈসা খানের পুত্র মুসা খান বার ভূঁইয়াদের মাঝে অন্যতম। তার বিদ্রোহ মুঘল সাম্রাজ্যকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল। নিচে তার কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হলো :

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর পর বার ভূঁইয়াদের নেতা হয়েছিলেন তার পুত্র মুসা খান। তাকে পরাজিত করার জন্য মানসিংহকে পাঠানো হয়। ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দের এক নৌযুদ্ধে মুসা খান মানসিংহের নিকট পরাজিত হন। কিন্তু তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। সুবাদার ইসলাম খান বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব নিয়ে বার ভূঁইয়াদের দমন করার লব্ধে মুসা খানকে দমন করার উদ্যোগ নেন। কারণ তিনি জানতেন তাকে পরাজিত করতে পারলেই বাংলার অন্যান্য জমিদারদের দমন করা যাবে। এ লব্ধে তিনি সোনারগাঁয়ের অদূরে ঢাকায় তার রাজধানী স্থাপন করেন। ইসলাম খান, মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের পরাজিত করে ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রবেশ করে ঢাকাকে রাজধানী ঘোষণা করেন। ইসলাম খানের সাথে মুসা খানের নেতৃত্বে অন্য জমিদারদের যুদ্ধ চলতে থাকে। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে কদমরসুলসহ অন্যান্য দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে। এ অবস্থায় মুসা খান সোনারগাঁওয়ে আসেন। রাজধানীও নিরাপদ নয় ভেবে তিনি মেঘনা নদীর একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন। এক সময় সোনারগাঁও দখল করলে অন্য জমিদাররা আত্মসমর্পণ করেন। মুসা খানও এক সময় আত্মসমর্পণেরই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

#### অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

#### প্রশ্ন- ২০ ▶▶

সুলতানী শাসন

- বাবা-মায়ের সাথে ইউরোপের একটি দেশে বসবাস করে অদি। সেখানে মার্গারেট নামের এক বাম্শবীর কাছে প্রাচীন ইউরোপের এক শাসকের গল্প শোনে সে। ফিলিপ নামের উক্ত শাসক তার পূর্ববর্তী শাসকের বর্মরবক ছিলেন। কিন্তু নিজ দরবার ও যোগ্যতা বলে তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজ নামে মুদ্রাও জারি করেন। মার্গারেটের মুখে এ গল্প শুনে অদির নিজ দেশের মধ্যযুগের এক শাসকের কথা মনে পড়ে যায়।
- ক. কখন সুবাদার ইসলাম খান সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন? ১
- খ. শায়েস্তা খান ইতিহাসে অরণীয় হয়ে রয়েছেন কেন? ২
- গ. অদির নিজ দেশের কোন শাসকের কথা মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘উক্ত শাসকের হাত ধরেই বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়’- উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? বিশ্লেষণ কর। ৪

#### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

**ক** ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

**খ** শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদর্শ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা, সেতু নির্মাণ করেছিলেন। দেশের অর্থনীতি ও কৃষির বেগে তিনি কল্পনীয় উন্নতি সাধন করেছিলেন। তাঁর সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সময়ে দ্রব্যমূল্য এত কম ছিল যে, টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। শায়েস্তা খান মূলত বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য অরণীয় হয়ে আছেন।



**X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দরবার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে-

- গ** ফখরুদ্দিন মোবারক শাহের শাসনামল ব্যাখ্যা কর।
- ঘ** বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের ইতিহাস আলোচনা কর।

#### প্রশ্ন- ২১ ▶▶


বার ভূঁইয়া

মিতা ও রিতা মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করছে। মিতা বলল ফরিদপুর, সিলেট, শ্রীপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, নোয়াখালী, মানিকগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকজন জমিদার স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করতেন। রিতা বলল যে এদের দমন করার জন্য সম্রাট ‘ক’ বিশেষ নজর দেন।

- ক. ঈশা খানের রাজধানী কোথায় ছিল? ১  
খ. বার ভূঁইয়া কারা? ব্যাখ্যা কর। ২  
গ. উদ্দীপকে মিতা ইতিহাসে মধ্যযুগের কোন ঘটনার কথা বলেছে ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উদ্দীপকে রিতার কথার যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২১ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক. ঈশা খানের রাজধানী ছিল সোনারগাঁও।  
খ. ‘বারো ভূঁইয়া’ বলতে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময় হতে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার স্বাধীন জমিদারদের বোঝায়। এ সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যারা নিজের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে তাঁরাই ‘বার ভূঁইয়া’। এঁদের প্রতিরোধই সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। জমিদারগণ তাঁদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রবার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. বারো ভূঁইয়াদের ইতিহাস ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. বারো ভূঁইয়াদের দমনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ২২ ▶▶

বখতিয়ার খলজি


শিপ্রার বাবা টিতি দেখার একপর্যায়ে শিপ্রাকে একটি নাটক দেখার জন্য ডাক দেন। নাটকের ঘটনায় দেখা যায়, একজন বীর শাসক একটি সাম্রাজ্য দখল করতে অভিযান চালান। তিনি প্রচলিত পথে না গিয়ে পাহাড়ি পথে অগ্রসর হন। অল্প কয়েকজনের ক্ষুদ্র দল নিয়ে তিনি রাজ্যের প্রধান ফটকে আসেন। অশ্বব্যবসায়ী মনে করে রাজা তাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিলে দখল করে নেন রাজ্য।

- ক. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন? ১  
খ. বখতিয়ার খলজির বাংলায় প্রবেশের বর্ণনা দাও। ২  
গ. শিপ্রার দেখা ঐতিহাসিক নাটকটির সাথে বাংলার কোন মুসলিম সেনাপতির বিজয় কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ দেখাও। ৩  
ঘ. তিনি ছিলেন একজন বীর ও সুশাসক— কথাটি বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২২ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি তুরস্কের অধিকারী ছিলেন।

খ. বখতিয়ার খলজি প্রচলিত পথে বাংলায় প্রবেশ না করে গঙ্গা নদী পার হয়ে ঝাড়খন্ডের দুর্ভেদ্য অরণ্যময় ও দুর্গম পার্বত্য পথে বাংলায় প্রবেশ করেন। লবণ সেন কখনও কল্পনাও করতে পারেন নি যে বখতিয়ার খলজির পবে তেলিয়াগড়ের সুরবিত গিরিপথ অতিক্রম করা সম্ভব। অরণ্যময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে আসার কারণে বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছান তখন তার সঙ্গে মাত্র ১৭ বা ১৮ জন সৈনিক ছিল। এভাবেই তিনি বাংলায় প্রবেশ করেন।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. বখতিয়ার খলজির বিজয় গাঁথা ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. বখতিয়ার খলজি ছিলেন একজন বীর ও সুশাসক— আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ২৩ ▶▶


নবাব সিরাজউদ্দৌলা

আজ ২৩ জুন। পলাশী দিবস। তাই টিভিতে নবাব সিরাজউদ্দৌলার ছবিটি প্রদর্শিত হচ্ছে। সুমন ছবিটি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিদেশি ইংরেজদের হাতে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ একটি বিরল ঘটনা।

- ক. কে স্বাধীন নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসেন? ১  
খ. নবাবি শাসন বলতে কী বোঝ? ২  
গ. সুমন কান্নায় ভেঙে পড়ে কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে সুমনের প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

### ২৩ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক. সুজাউদ্দিন স্বাধীন নবাব হিসেবে সিংহাসনে বসেন।  
খ. নবাবি শাসন হলো বাংলার মুঘল শাসনের দুটি ধাপের একটি অংশ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে মুঘল শাসন শক্তিশীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ যুগ নবাবি শাসন নামে পরিচিত। নবাবি শাসকদের মধ্যে অন্যতম হলেন— মুর্শিদ কুলী খান, আলীবর্দী খান, সিরাজউদ্দৌলা।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে পলাশী যুদ্ধের প্রভাব আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ২৪ ▶▶


আলীবর্দী খান

আতিক দশম শ্রেণির ছাত্র। ইতিহাস বইয়ে আলীবর্দী খানের কাহিনী পড়ে তার ভালো লেগেছে। নবাব আলীবর্দী খানের বীরত্ব, দৰতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিচরণতা সম্বন্ধে পড়ে মুগ্ধ হয়। বাংলার নবাবি আমল ছিল বিভিন্ন ঘটনাপূর্ণ।

- ক. কত খ্রিস্টাব্দে বাংলার স্বাধীনতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়? ১  
খ. হুসেন শাহের শাসনামলকে বজোর মুসলমান শাসনের ‘স্বর্ণযুগ’ বলা হয় কেন? ২  
গ. আতিকের ভালোলাগা শাসকের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত শাসকের দূরদর্শিতা পর্যালোচনা কর। ৪

### ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক. ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন।  
খ. হুসেন শাহ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ও শাসক। তিনি হিন্দু মুসলমানদের একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ তার শাসনামলকে অমর করে রেখেছে। তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন। তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বজো জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অকল্পনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছিল।

 **X-clusive লিংক :** প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- গ. নবাব আলীবর্দী খানের কৃতিত্ব ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. শাসনের বেঞ্চে নবাব আলীবর্দী খানের দূরদর্শিতা আলোচনা কর।

### প্রশ্ন- ২৫ ▶▶

বার ভূঁইয়া

সাখাওয়াত তার বন্ধু শিপনের দেশে বেড়াতে গিয়ে লব করল যে, বন্ধুর দেশের কিছু জমিদারগণ কেন্দ্রের অধীনতা মেনে না নিয়ে স্বাধীনভাবে জমিদারি পরিচালনা করছে। এ সকল স্বাধীন জমিদারগণ কেন্দ্রের সাথে কোনো সংঘর্ষ বাঁধলে তাদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর নিয়ে একজোট



হয়ে মোকাবিলা করে। এ জমিদারগণকে স্বাধীনতা রবার জন্য অনেক সঞ্চার করতে দেখা যায়।

- ক. বুলগাকপুর অর্থ কী? ১  
খ. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে হুসেন শাহের ভূমিকা কী ছিল? ২  
গ. শিপনের দেশের স্বাধীনতা জমিদারদের সাথে মধ্যযুগের বাংলার কোন জমিদারদের সাদৃশ্য লব করা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. উক্ত জমিদারদের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন কর। ৪

### ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. বুলগাকপুর অর্থ হলো বিদ্রোহের নগরী।

খ. বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও লেখকদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে ছিলেন রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিপ্রদাস, পরাগল খান প্রমুখ। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। এ সময়েই শ্রীমদভাগবতপুরাণ ও মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করা হয়।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ. বাংলার বার ভূঁইয়াদের সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ. বাংলার বার ভূঁইয়া ও মুঘলদের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

### প্রশ্ন- ২৬

পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশের শাসন

আব্বাসি খলিফাদের মধ্যে আল মুতাসিমই সর্বপ্রথম তুর্কি দাসদের সমন্বয়ে একটি দেহরবী বাহিনী গঠন করেন। এ বাহিনী স্বয়ং খলিফার

তত্ত্বাবধানে ছিল এবং খলিফা ছাড়া অন্য কারও হুকুম মানত না। এ বাহিনী ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠে যা সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ ডেকে আনে।

- ক. শাহ-ই-বাঙালা' উপাধি কে ধারণ করেন? ১  
খ. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কীভাবে বমতারোহণ করেন? ২  
গ. খলিফা মুতাসিমের সাথে তোমার পঠিত কোন ইলিয়াস শাহী শাসকের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩  
ঘ. 'উক্ত মহান শাসক সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন'— মতামত দাও। ৪

### ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙালা' উপাধি ধারণ করেন।

খ. সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ আরব দেশীয় সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। পিতা সৈয়দ আশরাফ আল হুসাইনী ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি মক্কা হতে বাংলায় আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন। হুসেন শাহ পরে রাজধানী গৌড়ে যান। মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি লাভ করেন এবং পরে উজির হন। এভাবে তিনি বাংলার বমতায় বসেন।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ. সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের শাসনকাল ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সুলতান রবকনউদ্দিন বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা পর্যালোচনা কর।



## নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



### জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১ ১ ৥ বখতিয়ার খলজি কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন?

উত্তর : বখতিয়ার খলজি লবণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

প্রশ্ন ২ ২ ৥ বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন কে?

উত্তর : বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি।

প্রশ্ন ৩ ৩ ৥ বুলগাকপুর অর্থ কী?

উত্তর : বুলগাকপুর অর্থ বিদ্রোহের নগরী।

প্রশ্ন ৪ ৪ ৥ বাংলায় প্রথম নৌবাহিনী কে গড়ে তোলেন?

উত্তর : বাংলায় প্রথম নৌবাহিনী ইওজ খলজি গড়ে তোলেন।

প্রশ্ন ৫ ৫ ৥ প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা কে ছিলেন?

উত্তর : প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ।

প্রশ্ন ৬ ৬ ৥ বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন কে?

উত্তর : বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ।

প্রশ্ন ৭ ৭ ৥ শাহ-ই-বাঙালি উপাধি কার?

উত্তর : শাহ-ই-বাঙালি উপাধি ইলিয়াস শাহের।

প্রশ্ন ৮ ৮ ৥ হুমায়ুন কোন স্থানকে জ্ঞানাতাবাদ নামকরণ করেন?

উত্তর : হুমায়ুন গৌড়কে জ্ঞানাতাবাদ নামকরণ করেন।

প্রশ্ন ৯ ৯ ৥ বাংলায় হাবসি শাসন কত বছর স্থায়ী ছিল?

উত্তর : বাংলায় হাবসি শাসন ৬ বছর স্থায়ী ছিল।

প্রশ্ন ১০ ১০ ৥ রাজা গণেশ কোন অঞ্চলের জমিদার ছিলেন?

উত্তর : রাজা গণেশ দিনাজপুরের ভাতুলিয়া অঞ্চলের জমিদার ছিলেন।

প্রশ্ন ১১ ১১ ৥ বার ভূঁইয়া কারা?

উত্তর : বাংলার স্বাধীন জমিদারদের বার ভূঁইয়া বলা হতো।

প্রশ্ন ১২ ১২ ৥ প্রথমদিকে বার ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন?

উত্তর : প্রথমদিকে বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান।

প্রশ্ন ১৩ ১৩ ৥ কে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন?

উত্তর : ইসলাম খান বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তর করেন।

প্রশ্ন ১৪ ১৪ ৥ বাংলার রাজধানীর নাম জাহাজীরনগর রাখেন কে?

উত্তর : বাংলার রাজধানীর নাম জাহাজীরনগর রাখেন ইসলাম খান।

প্রশ্ন ১৫ ১৫ ৥ বাংলায় মুঘল শাসনের কয়টি ধাপ ছিল?

উত্তর : বাংলায় মুঘল শাসনের দুইটি ধাপ ছিল।

প্রশ্ন ১৬ ১৬ ৥ কত খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল?

উত্তর : ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়েছিল।

প্রশ্ন ১৭ ১৭ ৥ গণেশ কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : গণেশ ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন ১৮ ১৮ ৥ দাসদের কী বলা হতো?

উত্তর : দাসদের মামলুক বলা হতো।

প্রশ্ন ১৯ ১৯ ৥ শায়েস্তা খান কাদের হাত থেকে বাংলার মানুষদের রবা করেন?

উত্তর : শায়েস্তা খান ফিরিজি জলদস্যুদের হাত থেকে বাংলার মানুষদের রবা করেন।

প্রশ্ন ২০ ২০ ৥ ঈসা খানের শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল কী?

উত্তর : ঈসা খানের শক্তির প্রধান কেন্দ্র ছিল খিজিরপুর দুর্গ।

প্রশ্ন ২১ ২১ ৥ দাউদ কররাণির মৃত্যুর পর ঈসা খান কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন?

**উত্তর :** দাউদ কররাণির মৃত্যুর পর ঈসা খান সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেন।

**প্রশ্ন ২২ ৥ ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আকবর কাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান?**

**উত্তর :** ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে আকবর শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান।

**প্রশ্ন ২৩ ৥ সাদিক খান কত খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন?**

**উত্তর :** সাদিক খান ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন।

**প্রশ্ন ২৪ ৥ ঈসা খান কী উপাধি ধারণ করেছিলেন?**

**উত্তর :** ঈসা খান ‘মসনদ-ই-আলা’ উপাধি ধারণ করেছিলেন।

**প্রশ্ন ২৫ ৥ কত পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়?**

**উত্তর :** দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়।

**প্রশ্ন ২৬ ৥ বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হওয়ার পর্বগুলো কী কী?**

**উত্তর :** বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হওয়ার পর্বগুলো হলো— সুবাদারি ও নবাবি।

**প্রশ্ন ২৭ ৥ মুঘল প্রদেশগুলো কী নামে পরিচিত ছিল?**

**উত্তর :** মুঘল প্রদেশগুলো সুবা নামে পরিচিত ছিল।

## ■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ▼▼▼

**প্রশ্ন ১ ৥ নবাবি শাসন বলতে কী বোঝ?**

**উত্তর :** নবাবি শাসন হলো বাংলার মুঘল শাসনের দুটি ধাপের একটি অংশ। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের যুগে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ যুগ নবাবি শাসন নামে পরিচিত। নবাবি শাসকদের মধ্যে অন্যতম হলেন— মুর্শিদ কুলী খান, আলীবর্দী খান, সিরাজউদ্দৌলা।

**প্রশ্ন ২ ৥ জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম বুলগাকপুর দিয়েছিলেন কেন?**

**উত্তর :** জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম বুলগাকপুর বা বিদ্রোহের নগরী দিয়েছিলেন। কারণ— মুসলিম শাসনের প্রথম পর্যায়ে শাসনকর্তারা পুরোপুরি স্বাধীন ছিল না। শাসকদের সবাই দিল্লির সুলতানের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং স্বাধীন হওয়ার দাবি জানায়। কিন্তু দিল্লির আক্রমণের মুখে বাংলার সুলতানদের স্বাধীনতার বাসনা বার্থতায় পর্যবসিত হয়। তাই মুসলিম শাসনের এই যুগ ছিল বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

**প্রশ্ন ৩ ৥ মামলুক কাদের বলা হয়?**

**উত্তর :** ইওজ খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লির মুসলমান শাসকদের একটি প্রদেশে পরিগণিত হয়। এ সময় পনেরোজন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এদের দশ জন ছিলেন দাস। দাসদের ‘মামলুক’ বলা হয়।

**প্রশ্ন ৪ ৥ স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয় কীভাবে?**

**উত্তর :** ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরবক ছিলেন ‘ফখরা’ নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ‘ফখরবদ্দিন মুবারক শাহ’ নাম নিয়ে সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের।

**প্রশ্ন ৫ ৥ বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের ইতিহাস সত্ববেপে লেখ।**

**উত্তর :** দিল্লির সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বছর বাংলাকে তাদের অধিকারে রাখতে পারেননি। প্রথমদিকে দিল্লির সুলতানের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। চেষ্টা করেছে বাংলাকে নিজের অধিকারে আনার জন্য। অবশেষে সফল হতে না পেরে হাল ছেড়ে

দিয়েছে। এ সময়ে বাইরের অন্য কোনো আক্রমণেরও তেমন সম্ভাবনা ছিল না। তাই বাংলার সুলতানগণ স্বাধীনভাবে এবং নিশ্চিন্তে এদেশ শাসন করতে পেরেছেন। ফখরবদ্দিন মুবারক শাহের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে।

**প্রশ্ন ৬ ৥ স্থাপত্যশিল্পের প্রতি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা কর।**

**উত্তর :** স্থাপত্যশিল্পে হুসেন শাহ উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছিলেন। গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ সহ অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এ সময়ে। ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনেক খানকাহ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। হুসেন শাহ গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ, দুর্গ ও তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় বহন করে।

**প্রশ্ন ৭ ৥ বাংলায় শুর শাসন প্রতিষ্ঠায় শেরশাহ শুর—এর ভূমিকা কী ছিল?**

**উত্তর :** ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটিয়ে শের শাহ শুর বাংলায় শুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ স্বাধীন সুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে তিনি বাংলায় শুর বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলাকে দিল্লির অধীনে আনার জন্য সম্রাট হুমায়ূনের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। সমগ্র ভারতের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি চূনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করেন। ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দে দু’বার গৌড় আক্রমণ করেন। চৌসার যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করে বিহারের অধিপতি হন। অতঃপর ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলীকে পরাজিত করে বাংলায় শুর বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

**প্রশ্ন ৮ ৥ বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কীভাবে?**

**উত্তর :** বাংলা হতে হুমায়ূন বিতাড়িত হলেও সম্রাট আকবর ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দের রাজমহলের যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলা জয় করেন। কররাণি বংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে মুনিম খানকে দাউদ কররাণির বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মুনিম খান তাড়া অধিকার করে মুঘল বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। মুনিম খানের মৃত্যুতে পরবর্তী শাসনকর্তা খান জাহান হুসেন কুলী খান ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররাণি ও মুজাফফর খান তুরবাতিকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল শাসনের সূত্রপাত করেন। এভাবে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা পায়।

**প্রশ্ন ৯ ৥ ‘বার ভুঁইয়া’ বলতে কী বোঝ?**

**উত্তর :** ‘বার ভুঁইয়া’ বলতে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী কাল হতে সপ্তদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার স্বাধীন জমিদারদের বোঝায়। এ সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ হতে তারা ‘বার ভুঁইয়া’। এদের প্রতিরোধই সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার ওপর তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। জমিদারগণ তাদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌবহর ছিল। স্বাধীনতা রবার জন্য এরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

**প্রশ্ন ১০ ৥ বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারে মীর জুমলার ভূমিকা কী ছিল?**

**উত্তর :** সম্রাট আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে (১৬৬০-৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। অহমদের বিরুদ্ধে তার সাফল্য তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও কুচবিহার ও আসাম বিজয় মীর জুমলার সামরিক প্রতিভার স্বাবর বহন করে। তার সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘলদের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

**প্রশ্ন ১১ ৥ সুবাদার শায়েস্তা খান বাংলায় ইংরেজদের প্রতি কেমন নীতি গ্রহণ করেছিলেন?**

**উত্তর :** শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদর্শ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তার শাসনকালের শেষ দিকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে বিরোধ বাঁধে। ইংরেজদের বমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা ক্রমে

দেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা হতে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। আরাকানি জলদস্যুদের উৎখাত এবং বাংলা হতে ইংরেজদের বিতাড়ন নিঃসন্দেহে শায়েস্তা খানের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ছিল।

**প্রশ্ন ১২ ৥ নবাব কারা?**

**উত্তর :** নবাব মুর্শিদ কুলী খানের সময় হতেই বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাকে বলা হতো ‘নিজামত’ এবং এর প্রধানকে বলা হতো ‘নাজিম’। নাজিম পদটি বংশগত হয়ে পড়ে। বাংলার নাজিমরা নামেমাত্র সম্রাটের নিকট হতে অনুমোদন নিতেন। তাই আঠারো শতকের বাংলায়

মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত। আর প্রায় স্বাধীন শাসকগণ পরিচিত হন ‘নবাব’ হিসেবে।

**প্রশ্ন ১৩ ৥ গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কবি সাহিত্যিকদের প্রতি মনোভাব কেমন ছিল?**

**উত্তর :** সুপন্ডিত হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবি-সাহিত্যিকগণকে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কাব্যরসিক ছিলেন এবং নিজেও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তার পত্রালাপ হতো।